CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 29 April, 2023 ■ আগরতলা ২৯ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১৫ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩

সরকারি আধিকারিকদের এক পরিবারের মত কাজ করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে সরকারি আধিকারিকদের উপর। মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সরকারি আধিকারিকদের। আজ প্র'া ভবনে সিভিল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কর্মচারিগণ খুবই দায়িত্বশীল। এই দায়িত্বশীল মনোভাবের জন্যই ইতিপূর্বে সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। সবাই সম্মিলিতভাবে এক পরিবারের মতো কাজ করা উচিত। তবেই মানুষ সরকারের প্রকল্পগুলির সঠিক সুফল পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কর্মচারিদের এমন কাজ করে যেতে হবে যাতে মানুষ তাকে কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতেও মনে রাখে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছর সিভিল সার্ভিস দিবসের মূল ভাবনা হচ্ছে 'বিকশিত ভারত'। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের কাছে ভারতের উজ্জল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই রূপায়িত হচ্ছে বিভিন্ন কর্মসূচি। এ সমস্ত কর্মসূচি সমাজের প্রান্তিক মানুষর কাছে পৌঁছে দিয়ে দেশের জনগণের ক্ষমতায়নে সফল ভূমিকা নিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের মতো জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। যার মাধ্যমে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারি সুফল পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের উৎপাদিত কাঁঠাল, তেঁতুল, লেবু, আনারস বহির্রাজ্যে তথা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। রাজ্যে বাঁশকে ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যের উৎপাদিত রাবার বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রের দিশারী। আগামীতে রাজ্যের গ্যাসকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবছর দপ্তর গুলির মধ্যে সেরা
গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন
যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে শিক্ষা দপ্তর ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর
তৃতীয় স্থানে বন দপ্তর।
জেলার মধ্যে সেরা
সিপাহীজলা ও দক্ষিণ জেলা।
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ঊনকোটি।
ব্লকের মধ্যে সেরা
ঋষমুখ, টিপানিয়া এবং আমবাসা।

উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে মাটির সুর : যীষ্ণু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। বৈশাখ মাস হচ্ছে বাংলা বছরের প্রথম মাস। বর্ষবরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে সারা বছরের জন্য শুভ কামনা করা হয়। আমাদের প্রত্যেকটি উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে মাটির সুর। আজ চড়িলাম লীলাদেব ম'তি কমিউনিটি হলে বর্ষবরণ উৎসবের উদ্বোধন করে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। সিপাহীজলা জিলা পরিষদ ও চড়িলাম ব্লকের সহযোগিতায় এই বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বর্ষবরণ উৎসবের উদ্বোধন করে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা আরও বলেন, আমাদের ক'ষ্টি সংস্ক'তির অঙ্গ বর্ষবরণ উৎসব। এই উৎসবের সাথে জড়িয়ে আছে প্রক'তি ও কৃষি। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের দেশের চিরন্তন ঐতিহ্য। বর্ণময় সাংস্ক'তিক বৈচিত্র্যের এই দেশের সামগ্রিক বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে কাজ করছেন। দেশের এই অগ্রগতির কথা জানতে হলে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনতে হবে। মন কি বাত কোনও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়। দেশের অগ্রগতি, মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে নব প্রজন্মের উদ্যোগীদের কথা প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতে তুলে ধরেন। যা মানুষকে প্রেরণা দেয়। অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে ভাঙচুর, আগুন ঃ জারি ১৪৪

ইম্ফল, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তপ্ত মণিপুর। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সভাস্থলে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে অশান্তি ছড়িয়েছে মণিপুরে। সরকারের তরফে আপাতত বড় জমায়েতের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও।

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ

জানা গিয়েছে, শুক্রবার মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে ৬৩ কিলোমিটার দূরে চূড়াচাঁদপুর জেলাতে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের সভা ছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতেই পূর্বনির্ধারিত ওই অনুষ্ঠানস্থলে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ভাঙচুরের পর আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয় সভাস্থলে। এই ঘটনাকে ঘিরেই অশান্তি-উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, স্থানীয় আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরাই এই হামলা চালিয়েছে। সম্প্রতি বিজেপি সরকার সংরক্ষিত জঙ্গল ও জলাভূমির সমীক্ষা করে, তা নিয়েই ক্ষুব্ধ আদিবাসীরা। ট্রাইবাল লিডারস ফোরামের অভিযোগ, রাজ্য সরকার বিনা বিবেচনা ও শ্রদ্ধা করে অত্যন্ত পবিত্র গীর্জাগুলি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদেই তারা বিক্ষোভ ও ভাঙচুর চালিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনার পরই চূড়াচাঁদপুর জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। ওই জেলায় আপাতত মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে গতকালের হামলার ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, বেশ কিছু যুবক মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে রাখা চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করছে।

এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য জানানো হয়নি।

এমবিবি বিমানবন্দরে কার্গো পরিষেবার সূচনা করলেন পরিবহন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। কার্গো ভবনের উদ্বোধন করে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই বিমানবন্দরের বিভিন্ন পরিষেবা দ্রুত শুরু করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যেই আজ থেকে কার্গো পরিষেবা, বিমানবন্দরে প্রিপেইড অটো পরিষেবা প্রদান শুরু হয়েছে। তিনি ইন্ডিগো বিমান সংস্থার আধিকারিকদের এই পরিষেবা প্রদানে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন অচিরেই অন্যান্য বিমান সংস্থাগুলিও এই পরিষেবা প্রদানে এগিয়ে আসবে। তিনি আরও বলেন, এই কার্গো পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে রাজ্যের ব্যবসায়ীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তিনি আশা করেন পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ায় ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে।

অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার তিনদিকে রয়েছে প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম থেকেই এই রাজ্যের বিমান ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দিয়েছেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে তিনি আরও জানান, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আগরতলা-চিটাগাং আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আগরতলা থেকে সরাসরি সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক ইত্যাদি শহরের সাথেও বিমান পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, পুরানো বিমানবন্দর প্রাঙ্গণ থেকে মহারাজার মূর্তিটিকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব না হওয়ায় নতুন বিমানবন্দরে মহারাজা বীরবিক্রমের একটি নতুন ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হবে। এরজন্য ব্যয় হবে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। পরিবহণ মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের জনগণের স্বার্থে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্য উন্নয়নে পথে এগিয়ে চলছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, এয়ারপোর্ট অথরিটির অধিকর্তা কে সি মিনা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পরিবহণ দপ্তরের কমিশনার সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ। উল্লেখ্য, নতুন এই ভবনে পচনশীল এবং অপচনশীল পণ্য, বিপদজনক পণ্যের জন্য কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সাহায্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কোন জায়গাতেই মন্ত্রীরা না করেননি।দিল্লি সফর নিয়ে শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে প্রতিক্রিয়ায় একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে আলাদা ভাবে উনারা দেখেন। প্রধানমন্ত্রীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সব সময় সাহায্য করেন।

রাজ্যে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমনে আরও বৃদ্ধি দেখা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৬ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে ৩ জন ওই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৩ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯১১ জন মোট ৯১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ০.৬৬ শতাংশ। এদিকে, ৩ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৮ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৪৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এদিকে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ প্রসেনজিতের হদিশ মেলেনি

উকণ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। বিশালগড় থানাধীন কলকলিয়া দুর্গা চৌমুহনী এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের নিখোঁজ প্রসেনজিৎ সিনহার হদিস এখনো মিলেনি। পরিবারের লোকজনদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। ছেলে নিখোঁজের ঘটনায় অসহায় মা বাবা ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। ঘটনার বিবরনে জানা যায় বিশালগড় থানাধীন কলকলিয়া দুর্গা চৌমুনী এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের রাধারমান সিনহার ২৮ বছর বয়সি ছোট ছেলে প্রসেনজিৎ সিনহা গত ১৮ এপ্রিল আচমকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও প্রসেনজিৎ সিনহা বাড়িতে ফিরে না আসায় তার পরিবারের লোকজনদের মধ্যে সন্দেহের দানা বাধে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই নিখোঁজ প্রসেনজিৎ সিনহার সন্ধানে সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। বেশ কয়েকদিন এভাবে খোঁজাখুঁজি করার পরেও যখন তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি অবশেষে গত ২১ এপ্রিল নিখোঁজ প্রসেনজিৎ সিনহার পরিবারের পক্ষ থেকে বিশালগড় থানায় লিখিত আকারে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। সেদিন বিশালগড় থানার পুলিশ নিখোঁজ প্রসেনজিৎ সিনহার পরিবারের লোকজনদের আশ্বাস দিয়েছিল পুলিশ তাদের সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রসেনজিৎ সিনহাকে খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করবে।কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত প্রসেনজিৎ সিনহার কোন সন্ধান দিতে পারেনি। অবশেষে শুক্রবার নিখোঁজ প্রসেনজিৎ সিনহার পরিবারের লোকজন সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে গোটা ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। জানা গেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কচুক্ষেত থেকে উদ্ধার গৃহবধূর দু-টুকরো দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। কচুক্ষেত থেকে উদ্ধার গৃহবধূর দু -টুকরো দেহ। গৃহবদের নাম তনুজা বেগম। সারাদিন বহু খোঁজাখুঁজির পর রাজধানীর প্রতাপগড় সুভাষপল্লী এক কচুক্ষেত থেকে তনুজা বেগমের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহটি দুই টুকরো করে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিল। অভিযোগের তীর স্বামী কাসেম মিঞার বিরুদ্ধে। ঘটনা আড়ালিয়া মুসলিম পাড়া এলাকায়। এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য।

জানা যায়, শুক্রবার সকালে ১৬ বছরের নাবালিকা গৃহবধূ তনুজা বেগমের শশুর শাশুড়ি গৃহবধুর বোনের বাড়িতে যায়। তনুজার খোঁজ নিয়ে জানতে পারে বোনের বাড়িতে যায়নি। সাথে সাথে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে খবর। গৃহবধূর শশুর বাড়িতে জমতে শুরু হয় মানুষজন। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। এলাকাবাসী এবং গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের আশঙ্কা করে স্বামীর কাসেম মিঞা গৃহবধূকে খুন করে শৌচালয়ের সেফটি ট্যাংকিতে ফেলে দিয়েছে। নয় মাস আগে বিয়ে হয়েছিল কাসেম এবং তনুজার। তারপর থেকেই পরিবারে ছিল অশান্তি।

আর এই অশান্তির জন্য খুন হয়েছে বলে ধারণা নাবালিকা গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

সারাদিন বহু খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ সন্ধ্যার নাগাদ মৃতদেহ প্রতাপগড় সুভাষপল্লী এলাকার এক কচুক্ষেত থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। মৃতদেহ দু-টুকরো করে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিল।

মহারজগঞ্জ বাজারে বকেয়া পুর কর পাঁচ কোটি, কড়া বার্তা মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে পুর কর বকেয়া রয়েছে ৫ কোটি টাকা। আগামী দিনে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের বার্তা দিয়ে একথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, ব্যবসা করার ক্ষেত্রে লাইসেন্সের গুরুত্ব অনেক বেশি। লাইসেন্স গ্রহণ করেও যারা সরকারি নির্দেশিকার মান্যতা দেয় না তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে নিয়ম মেনে ব্যবসা করা। কারণ, আগরতলা পুর নিগম এবং সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে ব্যবসায়ীরা। তাই দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেকের সরকারি নির্দেশিকা মেনে ব্যবসা করা। দেখা গেছে বহু ব্যবসায়ী বকেয়া টাকা প্রদান করছেন না। কিন্তু যারা বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিচ্ছেন না তাদের আগামী দিনে নোটিশ দেওয়া হবে। তারপর তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সর্তক করে দেন মেয়র। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন করতে গেলে সরকারি শর্ত অব্যশই মান্যতা দিতে হবে।

ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশন , আগরতলা পুর নিগম এবং সি এম ও ওয়েস্ট- র যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার এন এস রোড স্থিত বানিজ্য ভবনে একাধিক ক্ষেত্রে লাইসেন্স পুনঃনবীকরণ এবং নতুন করে করার জন্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে লিগ্যাল মেট্রোলজি সংস্থার উদ্যোগে ওজন ও পরিমাপ যন্ত্রাদী পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা, ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারি মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, সভাপতি সহ দপ্তরের আধিকারিকেরা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনী লড়াইয়ের পর ফুলবাড়িকান্দি পঞ্চায়েতে জটিলতা মিটলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। দীর্ঘ অপেক্ষার পর পঞ্চায়েত গঠন হল ফুলবাড়ীকান্দি পঞ্চায়েত। ভোটাভুটিতে ৭-৪ ভোটে জয়ী হয়ে নাজমুল হক প্রধান হিসেবে ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দখল করে শাসক দল বিজেপি। মোট ১১ আসন বিশিষ্ট ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮ আসনে জয়যুক্ত হয় শাসক দল। বিরোধী কংগ্রেস দল তিনটি আসনে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু দেড় বছরের মাথায় প্রধান সুন্দর মিয়ার বিরুদ্ধে স্বদলীয় ৪ সদস্য অনাস্থা আনেন। অনাস্থা ভোটে সরকারি নিয়ম অনুসারে ভুটাভুটিতে কংগ্রেসের তিন ও বিক্ষুব্ধ বিজেপির ৪ সদস্যের ভোটে প্রধান হেরে যান যার।পর থেকেই দীর্ঘ দেড় বছর পঞ্চায়েতের কাজ অচল হয়ে পড়ে। হাইকোর্টের দারস্থ হয় বিক্ষুব্ধ বিজেপির চার সদস্য। দীর্ঘ আইনি লড়ার পর উচ্চ আদালত থেকে বিক্ষুব্ধ চার বিজেপির সদস্য পদ পুনরায় বহাল থাকায় শুক্রবার ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস গৃহে প্রিসাইডিং অফিসার দীপঙ্কর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে ভোটাভুটিতে ৭-৪ ভোটে জয়ী হয়ে নাজমুল হক প্রধান হিসেবে ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

রাজ্যের কৃষকদের জন্য আধার ভিত্তিক ডাটাবেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর ক'ষকদের জন্য একটি আধার ভিত্তিক ডাটাবেস তৈরী করেছে। রাজ্যের ক'ষকরা যাতে সহজে ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সে জন্যই এই ডাটাবেস তৈরী করা হয়েছে। এই ডাটাবেসে ক'ষকদের একটি নির্দিষ্ট আইডি থাকবে। আইডিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত, আর্থিক, পরিবারের লোক সংখ্যা ও জমিসংক্রান্ত তথ্য থাকবে। ক'ষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর থেকে এক বি'প্তিতে জানানো হয়েছে যেসমস্ত কৃষক এই ডাটাবেসে নথিভুক্ত হতে ইচ্ছক তাদের আধারের প্রমাণপত্র দিতে হবে। যাদের আধার নেই তারাও আধার সেন্টারে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করলে এই ডাটাবেসের অন্তর্ভক্ত হতে পারবেন।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৯৬ ▫ ২৯ এপ্রিল ২০২৩ ইং ▫ ১৫ বৈশাখ ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিদ্বেষমূলক মন্তব্যে মামলার নির্দেশ

বিদ্বেষমূলক মন্তব্যে এবার আরও কড়া হইতেছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে এম জোসেফ ও বিচারপতি বিভি নাগারথনার ডিভিশন বেঞ্চ বিদ্বেষ-ভাষণে বা ঘৃণা-মন্তব্যে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছে। এই মর্মে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সুপ্রিম-বার্তা দিয়াছে শীর্ষ আদালত।সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে স্বত্বপ্রণোদিত মামলা রুজু করিতে নির্দেশ দিয়াছে। যদি কোনো অভিযোগ দায়েরও না হয় মামলা করিতে পারিবে রাজ্য বা কেন্দ্র, এমনই রায় দিয়াছেন বিচারপতিদ্বয়। তাঁহারা জানাইয়াছেন, বিদ্বেষ-ভাষণে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে।শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের জন্য মামলা নথিভুক্ত করিবার নির্দেশ দিয়া জানায়, যদি কোনও অভিযোগও না করা হয় এই মর্মে যেন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২২ সালের নির্দেশের পরিধি প্রসারিত করিয়া এই বার্তা দেওয়া হয় সুপ্রিম কোর্টের তরফে।মূলত দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড পুলিশকে এই মর্মে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। দেশের শীর্ষ আদালত আরও সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, ঘৃণা ভাষণের ক্ষেত্রে মামলা নথিভুক্ত করিতে বিলম্ব হইলে তা আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য করা

হইবে।সুপ্রিম কোর্ট জানাইয়াছে , জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম নির্বিশেষে কাউকেই রেয়াত করা হইবে না। কেউ যদি আইন ভঙ্গ করে তবে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। এর আগে ২০২২-এর ২১ অক্টোবর এক আদেশে বলা হইয়াছে, ধর্ম নির্বিশেষে এক একরকম শাস্তি প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু এখন সেই বিভেদ তুলিয়া দেওয়া হইতেছে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে।

সুপ্রিম কোর্ট এদিনের নির্দেশ জানাইয়াছে, 'ধর্মের নামে আমরা কোথায় পৌঁছিয়া গিয়াছি? আমরা ধর্মকে নিচে নামাইয়া এআনিয়াছি, তাহা সত্যিই দুঃখজনক।' শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ এদিন উঠিয়া আসে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ও উত্তরাখণ্ডের ঘৃণাত্মক বক্তৃতার কথা। যাঁহারা অপরাধী তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। কারণ এটা ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ।

সুপ্রিম কোর্ট জানায়, 'বিচারকরা অরাজনৈতিক। তাঁহারা পার্টি এ বা পার্টি বি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। বরং তাঁহাদের মনে একমাত্র বিষয় হইল ভারতের সংবিধান।' বিচারপতিদের কথা, আদালত "বৃহত্তর জনহিতের জন্য" এবং "আইনের শাসন" প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করিবার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে ঘৃণাত্মক বক্তৃতার বিরুদ্ধে আবেদনগুলি গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্যই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দিয়াছে।

২০২২ সালে শীর্ষ আদালত দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডকে নির্দেশ দিয়াছিল স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করিবার। শুক্রবার সেই রায়কেই সম্প্রসারিত করিয়া শীর্ষ আদালত এই নির্দেশ দিল সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। এক্ষেত্রে মামলা রুজু করিতে দেরি হইলে তাহা আদালত অবমাননা বলিয়াই ধরা হইবে বলিয়া জানাইয়া দিল শীর্ষ আদালত। ঘৃণাভাষণ সংক্রান্ত একাধিক মামলা দায়ের হইয়াছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাগুলিরই শুনানি ছিল এদিন। আর সেই সময়ই শীর্ষ আদালত জানাইয়া দিল, ঘৃণাভাষণ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা রাখে। তাই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতেই হইবে।

বিচারপতি কে এম জোসেফ ও বিচারপতি বি ভি নাগারত্নর বেঞ্চ তাহাদের রায়ে জানাইয়াছে, "আমরা এটা পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই যে, এই ধরনের পদক্ষেপের সময় যেন কোন ধর্মের মানুষ এই ভাষণ দিতেছে তাহা দেখা না হয়।" সেই সঙ্গে বেঞ্চ এও জানাইয়াছে, "বিচারপতিরা অরাজনৈতিক। এবং কোনও পার্টি এ বা পার্টি বি নিয়া তাহারা চিন্তিত নন। একমাত্র ভারতীয় সংবিধানকেই মাথায় রাখা হয়।"এর আগেও সুপ্রিম কোর্টকে ঘৃণাভাষণ নিয়া কড়া পর্যবেক্ষণ জানাইয়াছিল। গত মার্চে বেঞ্চ জানাইয়া দিয়াছিল, "ঘৃণাভাষণ সংক্রামক ব্যধির মতো। যে মুহূর্তে রাজনীতি আর ধর্ম, পরস্পরের ঘেরাটোপমুক্ত হইবে, সেই মুহূর্তে ঘৃণা ভাষণের প্রবণতারও ইতি হইবে। যে মুহূর্তে রাজনীতিবিদরা কথায় কথায় রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনবেন না, সেই মুহূর্তে ঘৃণা ভাষণ বন্ধ হইবে।"

এসসিও সদস্যদের দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করা উচিত : গড়করি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): এসসিও সদস্যদের দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করা উচিত। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। শুক্রবার এসসিও পরিবহন মন্ত্রীদের ১০-তম বৈঠকের সভাপতিত্ব করে মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, 'সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ভারতের জন্য একটি অগ্রাধিকার। এসসিও সদস্য দেশগুলির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, ভারত এই অঞ্চলে অর্থনীতি এবং জনগণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া প্রচারে এসসিও-কে বিশেষ মনোযোগ দেয়।

তিনি বলেছেন, সংযোগ নিজেই একটি অর্থনৈতিক গুণক... এসসিও দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ভারতের জন্য একটি অগ্রাধিকার।'

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ফের নিম্নমুখী; সক্রিয় রোগী কমে ৫৩, ৮৫২, মৃত্যু বৃদ্ধি পেয়ে ২৮

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই কমেছে, একদিনে মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,৫৩৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৮ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৫৮,৫৩২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৪৬৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,৪৭, ০২৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৯ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০৪,৭৭৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৫৯,২১৯ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০২,০৮, ১১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

হরিপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধু

মিঠুন রায়

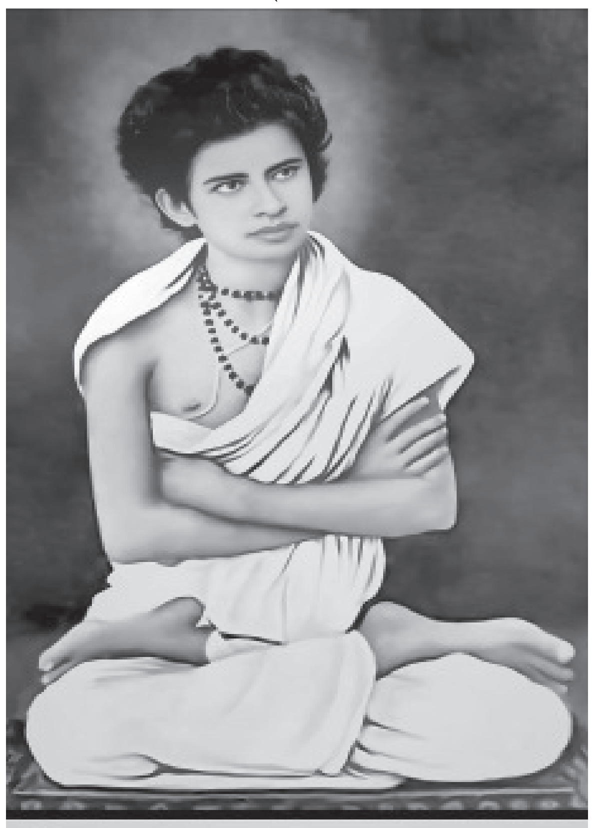

বছর ঘুরে এল সীতানবমী তিথি।মহাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের আবির্ভাব তিথি। ১২৭৮ সনে পবিত্র সীতানবমীতে মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ থানাধীন ডাহাপাড়া গ্রামে অবতীর্ণ হন নিতাই-গৌর মিলিত তনু প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। তিনি এসেছেন জীবের তরে। অনুগ্রহ করে মানুষের রূপ ধরে তিনি এসেছেন। অভিন্ন তার রূপ। বন্ধুসুন্দর রে স্বয় ভগবান তার,আজ আর যুক্তি দিয়ে ব্যাখা করতে হয় না। ভগবানের অস্তিত্ব তার নামের মধ্যেই বিদ্যমান। তাই প্রভু জগদ্বন্ধু বলেছেন-'তোরা হরিনাম কর। হরিনাম করে আমাকে তোদের সাথে মিশিয়ে নেয়। আমি হরিনাম, ভিন্ন আর কারও নই।' নিজ পরিচয়ে একস্থানে প্রভু লিখিয়াছেন আমি একজন চিহ্নধারী পুরুষ মাত্র। ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে যে লক্ষণ ছিল, তাহা আমাতে আছে। তাঁহার মধ্যে ভগবত্তার যে যে লক্ষণ ছিল , তাহার কয়েকটি বলিতেছি। তাঁহার বক্ষে ভৃগুপদ চিহ্ন ছিল।

একদিন দিদি গোলোকমণি দেবী বন্ধু সুন্দরের শ্রীঅঙ্গের কাপড় খুলিয়া তৈল মাখাইতে যাইয়া ইহা দর্শন করেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হন। তিনি জগদ্বন্ধু'র কাছে জানতে চান " ওটি কিসের দাগ ? " প্রভু বন্ধুহরি বলিলেন - দিদি , এই জন্যই তো বুকের কাপড় খুলি না। ইহাকে ভৃগুপদচিহ্ন কহে। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে আছে। অতএব বন্ধুসুন্দর যে ভগবান তার আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।প্রভুর শ্রীচরণতলে ধ্বজ - ব্রজাঙ্কুশের চিহ্ন ছিল। বকুলাল বিশ্বাসকে দেখাইয়া ছিলেন। শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী দেখাইয়াছিলেন, তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণতলে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ছিল , তাহা গৌর - পার্ষদগণ কোথাও বলেন নাই। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের বর্ণনায় বলিয়াছেন তোমরা চিনেছ কি ভাই , এ যে শচীর নিমাই , ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন সাক্ষী আছে রাঙ্গা পায়।

প্রভু দীর্ঘাকৃতি চারিহস্ত পুরুষ ছিলেন। এই কথা " চন্দ্রপাত " গ্রন্থে ও মহাকীর্তনের মধ্যে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন।প্রভুর নিকট ছুটিয়া গিয়া দেখলেন যে , একটা বিরাট সাপ সমস্ত কেশরাশি জড়াইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ভক্তদের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিলেন যে , আমার মাথার উপরে যেন জীব হত্যা না হয়। ভক্তদের একজন কিছুটা কাপড় জড়াইয়া নিয়া অতি সাবধানে সাপটিকে ধরিয়া নিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। ভূমিতে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্পটি মৃত্যুবরণ করিল। অনন্তময়ের লীলা কে বুঝিবে ! ভগবান যখন মানুষ হইয়া আসেন তখন সেখানে যেমনটি প্রয়োজন হয়,তেমনি লীলা করেন। কখনও ভক্ত , আর কখনও বা ভগবান বেশে। আবার কখনও সাধারণ মানুষ হইতেও সাধারণ অবসায় লীলা করেন। শূকর ভোজী বুনো - বাগ্দীদের প্রতি কেউ ফিরে তাকায় না। প্রভু হরিনাম দিয়ে প্রেম প্লাবনে তাদের আপন করে নেন। তাদের নবজীবন দান করেন। বুনোদের সর্দার রজনীর নাম দেন হরিদাস মোহন্ত। তাদের সম্প্রদায়ের নাম দিয়েছিলেন মোহন্ত সম্প্রদায়। আসলে লীলা ময়ের লীলা রহস্য বুঝবার সাধ্য কার আছে। তিনি হরিনাম কে বলেছেন কল্যাণের বিধান।আমরা কল্যাণ চাই,সুখ চাই, শান্তি চাই, কিন্তু কিসে শান্তি হবে জানি না। প্রভু বলেছেন, একমাত্র হরি নামেই কল্যাণ ও শান্তি আসবে। প্রভুর কপালে ছিল রাজটীকা চন্দ্রভাল। প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরমেশচন্দ্র দর্শন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র কলকাতা মেসবাড়িতে থাকতেন। প্রভু মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। একবার প্রভু রমেশের মেস বাড়িতে গিয়ে সোজা ছাদে উঠেছেন। পাশে রমেশ আছো। হঠাৎ প্রভু রমেশকে বললেন , " রমেশ , এদিকে আয় , শোন আমার মুখের দিকে তাকা তো। রমেশ বললেন , না প্রভু , আপনি না সেদিন মুখের দিকে তাকাতে বারণ করেছেন , " আমার মুখের দিকে কখনও তাকাবি না। তোদের দৃষ্টিতে পাপ থাকে। ঐ পাপ দৃষ্টিতে তাকালে আমার কষ্ট হয়। " প্রভু বললেন , " আজকে তাকা। আজকে কিছু বলবো না।" অনেকবার বলায় রমেশ তাকিয়ে দেখেন কপালে উজ্জ্বল কি যেন ঝলমল করছে। রমেশ বলে উঠলেন , প্রভু ! আপনার কাপলে ওটা কী ? প্রভু বললেন , " এর নাম রাকাশশী, একে চন্দ্রভাল বলে। কৃষ্ণের কপালে পূর্ণ চন্দ্রভাল আর শিবের কপালে অর্ধ চন্দ্রভাল। আমার কপালে পূর্ণচন্দ্রভাল। " এটাও একটি ভগবৎ - লক্ষণ। ভগবানের চরণে থাকে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন , মহাপ্রভুরও ছিল। মহাপ্রভুর চরণে যে ছিল গোস্বামীপাদগণ তা জানাননি। কিন্তু প্রভুজগদ্বন্ধুসুন্দর জানিয়েছেন একটি পদে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর অনেক পদ রচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণের উপর ও নিতাই - গৌরের উপর। তারই একটা গানের পদ আছে " তোমরা চিনেছ কি ভাই , এ যে শচীর নিমাই, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যে শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী দেখিয়েছেন আমার শ্রীগুরুমহারাজ ড়মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি কে। বকুলাল বিশ্বাসের কথা বলতে একটা প্রসঙ্গ মনে হ'ল। বকুলাল বিশ্বাস একবার আমার গুরুদেবকে ডেকে বলছেন যে , শোনপুরুষ মেয়েদের পিছনে ছোটে এটা সবাই জানে। কিন্তু পুরুষ লোক পুরুষের পিছনে ছোটে এটা শুনেছিসকোনদিন ? এই যে আমরা, পাঁচ - সাতটা ছেলে আছি। আমরা প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে দর্শন না করে থাকতে পারতাম না। কিছুক্ষণ কাজ করছি হঠাৎ মনে হল প্রভুকে তো দেখলাম না। আবার প্রভুর কাছে যাই। সারাদিন যে কতবার প্রভুকে দর্শন করতাম তা কোন হিসেব ছিল না। এমন একটা আকর্ষণ ছিল প্রভুর রূপের ও তাঁর কথাবার্তার ভঙ্গিতে যে আমরা আকৃষ্ট হয়ে প্রভুকে দর্শন করতে যেতাম।

সংকটময় সময়ে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর সরল ভাষায় প্রেমের ঠাকুর নিত্যানন্দের এবং শ্রী রাধাকৃষ্ণের সুমধুর লীলা কথা অভিনব ছন্দে ও রাগ-রাগিনীতে কীর্তনের জন্য পদাবলী রচনা করেন। ঠাকুরের কীর্তনীয়া গোপাল মিত্র প্রভু বন্ধুসুন্দরের কীর্তন গান প্রথম প্রচারে উদ্যোগী হন। প্রভু নিজেই তার রচনায় সুর দিয়েছেন। হরিনাম প্রচারিত দয়াল বন্ধুহরির মূল উদ্দেশ্য ছিল। হরিনাম প্রচারের জন্য তিনি সাতটি সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন।১৯০২ সনে প্রভু যোল বছর আট মাস মহাগম্ভীরায় ছিল। মৌন ভঙ্গের পর ১৯২১ সালে আশ্বিন মাসে তিনি লীলা সংবরণ করেন।

শুভ আবির্ভাব তিথিতে প্রেমের
অবতার বন্ধুসুন্দরের রাঙ্গাচরণে
আমার বিনম্র প্রাথনা -
'আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তরে'।
জয় জগদ্বন্ধু। জয় শ্রী গুরুদেব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন

আব্দুর রাজ্জাক

গত সংখ্যার পর।। কথায় কথায় নেটিভদের নৈতিক অবস্থার সংস্কার বিধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা কী, এই নিয়ে আলোচনা ওঠে। রামমোহন রায় বেদান্ত পদ্ধতির অনুসরণে ধর্মীয় মতবাদসমূহ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। মি. হিউম সংশোধনী প্রস্তাব হিসেবে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।'৬ অর্থাৎ কলেজটি হলো ব্রাহ্মসভার বিকল্প এবং মিশনারি ধর্মান্তরকরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের শিক্ষাদান।৭ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল 'নেটিভদের নৈতিক অবস্থা পরিশোধনের' একটি আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই প্রথম দিকেও 'নেটিভ' বলতে হিন্দু ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায়ের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, মনে হয় না। ডিভাইড অ্যান্ড রুলের একটি নীতি উদ্ভাবনের আগ্রহপূর্ণ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন এ.ও. হিউম। তখনকার রাজনৈতিক সমতলে হিন্দু এবং মুসলমানদের একত্রে ব্যর্থতার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রচেষ্টার আদৌ দরকার হতো না যদি শিক্ষিত ভারতীয়দের মানসিকতা কার্যত সরকারি উদ্যোগের সহায়তা ব্যতীতই, যেভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই আলাদা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল, তার প্রতি ইংরেজ লক্ষ রাখত। শতাব্দীর শুরুতে প্রধানত ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত করার সেই প্রবণতা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই প্রবণতার পরিণতি এবং শতাব্দীব্যাপী এর প্রবলতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফলে পরিপূর্ণ। একটিমাত্র ধর্মে উতর্গীকৃত কোনো সমাজে এই ধর্মীয় প্রবণতা হয়তোবা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণতি পেতে পারত। ভারতের পটভূমিতে, একাধিক ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সমাজে, এটি অধিকতর এবং ভয়াবহতর জটিলতার কেবল একটি পূর্বাভাসের মতো ছিল আসলে। মিশনারিদের প্রথম আক্রমণ জন্ম দেয় ধর্ম সংস্কারবাদীদের। এরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কলেজ, কিন্তু পরে এদেরই থেকে জন্ম নেয় রিভাইভালিস্টরা পুনরুজ্জীবন পন্থীহিন্দুয়ানির আরও বেশি গোঁড়া সমর্থক। তবু পরিণতি যা-ই হোকসংস্কার অথবা পুনরুজ্জীবন; সেই সময়ের প্রধান কৌতূহল, অর্থাতচিন্তার বিষয়বস্তু ছিল অবিমিশ্রভাবে ধর্মানুগ। হিন্দু ধর্ম সংস্কার অথবা পুনরুজ্জীবন এবং মুসলিম রিফর্ম অথবা রিভাইভালিজম ভারতের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িক হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারত সে সময়? বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটা ধরেই এই আন্দোলন কোনোখানে মিলিত না হয়ে সমান্তরাল পথে এগিয়েছে। ভারতে মুসলিম রিফর্ম ও রিভাইভালিস্ট আন্দোলন অনুরূপ হিন্দু আন্দোলন থেকে একটু পুরোনো এই মুসলিম আন্দোলন কোনো বিশেষ খ্রিষ্টীয় প্রোভোকেশন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয় না। আসলে মিশনারিরা তাদের পরিকল্পনা শুরু করার আগেই এই আন্দোলন সম্পূর্ণ পরিণতি পেয়ে যায়। ভারতীয় হিন্দুয়ানি এবং ইসলাম যে সময় নিজেদের আবিষ্কার করছেএই দুই ধর্মের নিবেদিত অনুরাগীরা নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে সমকালীন সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইছে তখনসেই সমগ্র সময়ে তাদের ভেতর তাই বিবাদের একটিও রেকর্ড নেই। তারপর একদিন ভারতের মানুষ সত্যি সত্যি যখন ধর্মোন্মাদ হয়ে উঠল, তখনো তাদের একত্রে বসবাসের ক্ষেত্রে তেমন কোনো অসুবিধা হয়েছে মনে করার কারণ নেই। প্রকৃত অসুবিধা দেখা দিল যখন রিভাইভালিস্ট উন্মাদনা কেটে গিয়ে আরও বেশি জাগতিক মানবীয় কাঠামো গড়ে উঠল। কেননা ধর্মীয় আলোচনা যখন আলাপের প্রধান বিষয়বস্তু আর থাকল না তখনো এসব আলোচনার বিষয়বস্তু এমন সহজতর স্বীকৃত হয়ে গেল যে সবাই এটাকে মেনে নিল বিনা প্রশ্নে। এক শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ ধরে যে প্রবল আলোচনা চলে এসেছে, তা চিন্তার এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল, যা ছিল পুরোপুরি হিন্দু অথবা পুরোপুরি মুসলিম। রাজনৈতিক চিন্তা এবং কর্মকাণ্ডের নেতারা যখন এলেন, তাঁরা তখন একটি ভিত্তির কথা বলতে পারলেন না, খ্রিষ্টধর্ম যেমন সমগ্র ইংরেজ সমাজ চালিত করে। দুঃখজনকভাবে তাঁরা কথা বললেন পরস্পর অসহিষ্ণু দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

যদি হিন্দু রিফর্ম অথবা রিভাইভালিজম এবং অনুরূপ মুসলিম সংস্কার শুধু ভিন্ন হতো তাহলেও ভবিষ্যতমানুষের জন্য তা যথেষ্ট বৃহদাকার সমস্যার সৃষ্টি করত। বস্তুত, পরস্পরবিচ্ছিন্ন তো তারা ছিলই, উপরন্তু প্রায়ই তারা বিবাদে অবতীর্ণ হতো। মুসলিম রিফর্মের লক্ষ্য ছিল হিন্দুয়ানির সংস্পর্শে ভারতবর্ষে ইসলাম যেসব আচার এবং চিন্তাভ্যাস সঞ্চয় করেছিল তা থেকে তাকে মুক্ত করা।৮ অপর পক্ষে হিন্দু সংস্কারের লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার পন্থা আবিষ্কার করা এবং যদিও হিন্দু রিফর্ম প্রধানত উদ্ভূত হয়েছিল মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে, মিশনারিরা কিন্তু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করত ইংরেজি প্রসারবাদী সেই হিন্দুদের সঙ্গেই। কোম্পানি নিজস্ব একটি শিক্ষা প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার আগে পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি ছিল নিঃসন্দেহে মিশনারিরাই।১০ মিশনারিদের প্রভাব কার্যকর হয়েছিল একটি ছোট গোষ্ঠীর চেষ্টার মাধ্যমে। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কেরি, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান। কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপক। ফলে শতাব্দীর প্রথমাংশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান ছিল প্রবল। সেই সময়ে কোনো লেখকের পক্ষে সাবস্ক্রিপশনের সাহায্য ছাড়া বাংলায় বই প্রকাশ অসম্ভব ছিল। ভবিষ্যতত্যাশী লেখক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার অধ্যাপককে উৎসাহিত করতেন, যাতে তাঁর প্রতিষ্ঠান অন্তত ১০০ কপি বই কেনে এই মর্মে তিনি একটি সুপারিশ করেন। ১১ ১০০ কপি বই বিক্রয়ের এই আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি সেই বইটির প্রকাশনাকে সফল করতে পারত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছর যেসব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই সেসব বই, যা ডক্টর উইলিয়াম কেরি প্রকাশের যোগ্য মনে করেছেন। মার্শম্যান তাঁর প্রভাব কার্যকর করেছেন বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার তিনটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলো হচ্ছে সমাচার দর্পণ (বাংলা এবং ইংরেজি), দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও পরে দ্য গভর্নমেন্ট গেজেট। মার্শম্যানের প্রধান অবদান, বাংলায় পত্রিকা সম্পাদনায় তিনি এমন কিছু ভারতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুর, স্বভাব এবং কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন।১২ ফলে শৈশব সময়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমাগ্রগতি সারত শ্রীরামপুরের মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। আমাদের জানা প্রয়োজন, কী ছিল এই গোষ্ঠীর অবদান, সেই সম্প্রদায়গত মনোভঙ্গির জন্মদানে ও প্রসারে, যা সেই সময়কার লেখকদের রচনায় অনিবার্যভাবে ছায়া ফেলত; মানুষকে কেবল হিন্দু অথবা মুসলিম অথবা খ্রিষ্টান হিসেবে অঙ্কন করার সেই প্রবল অভ্যাস গঠনে? গোষ্ঠীর চাবিকাঠি সমাচার দর্পণ ফারসি অবলুপ্তি আইন ঘোষিত হওয়ার পর বাংলা ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে গিয়ে বলল: প্রথম এবং প্রধান কথা হচ্ছে, যবনদের (মুসলমানদের তখন এই অপরিসীম ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দটি দ্বারা চিহ্নিত করা হতো, অনেকটা প্রথম মহাযুদ্ধকালীন 'হুন' শব্দের মতো) ঔদ্ধত্য ধূলিসাতকরার সুযোগ এবার এসেছে, এখন আমাদের সামনে অনেক উজ্জ্বল আশা। বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা লুপ্ত হয়ে যাবে, কেননা তারা বাংলা পড়তে বা লিখতে এখনো সক্ষম নয়, কোনো দিন হবেও না।১৩

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপায়ণে এই গোষ্ঠীর ভূমিকা যে মূল্যবান ছিল তা অনস্বীকার্য। এদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে এরাই বাংলা রেনেসাঁসকে প্রথম জাগিয়েছিল। তারা নিজেরা বস্তুত যা সম্পাদন করেছিল তা গুরুত্বপূর্ণ বৈকি, কিন্তু অন্যদের অন্য কীর্তি সম্পাদনে উতাহদানে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। কেননা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে মিশনারিরা অচিরে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু যাদের তারা কর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল, তারা পক্ষান্তরে তাদের বংশধরদের হাতে কর্মের ভার দিয়ে গেল। এভাবে তাদের ফুল ফোটানোর ইতিহাস অবিরাম এগিয়ে চলে। এই সময়ের সাহিত্যে খুব মহান কিছু অন্তর্নিহিত মূল্যে বহন করে না সত্যি, বাংলা ভাষার প্রকাশনা তুলনায় আরও কম সার মূল্যবাহী। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ই মুখ্যত উতাহী ছিল মিশনারিদের শুরু করা ধর্মীয় বিতণ্ডায়।

১৮৩২ সালের প্রকাশনার কথা বলতে গেলেই বলতে হয় সে সময়ের ধর্মীয় চিন্তার মূল চাবিকাঠিসমূহের কথা। বাংলায় প্রকাশিত তখনকার চারটি অমিশনারি পত্রিকার পরিচয় এই রকম: ক. দ্য ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন: বদ্ধমূল শত্রুর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ থেকে হিন্দুদের জানমাল রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে প্রবল উত্তেজনায় উন্মত্ত। খ. দ্য চন্দ্রিকা: প্রতিমাপূজার বিশ্বস্ত ভক্তদের অভয়াদাত্রী গোলিয়াথ। গ. সংবাদ কৌমুদী: সেই সব হিন্দুর শপথ উচ্চারণকারী মুখপত্র, যারা কৃতবিদ্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রায়ই মেলামেশার ফলে মনে মনে প্রতিমাপূজা বর্জনে কুণ্ঠিত নয়, তবে যাদের অনেকেই কার্যত এই ধর্ম ও তার আচার-পদ্ধতির প্রতি বাহ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে সমপরিমাণে সংকোচহীন। ঘ. দি এনকোয়ারার ও জ্ঞানান্বেষণ: শিক্ষিত হিন্দুদের একটি ক্ষুদ্র গোত্রের মুখপত্রদ্বয়, যাঁরা যুগপতবিশ্বাসে ও আচারে হিন্দুয়ানির সম্পূর্ণ ধারণাকেই বর্জন করতে প্রস্তুত। দি এনকোয়ারার দ্য রিফরমার-এর মতো ইংরেজিতে প্রকাশিত হতো এবং এটা ছিল 'নেটিভ' দ্বারা পরিচালিত প্রথম ইংরেজি সংবাদ পত্রিকা।১৪

এভাবে সে সময় প্রকাশনব্যবস্থা বিভিন্ন ধর্মমতের প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে ধর্মনিরপেক্ষ জাগতিক বিষয়াদিতে তা উৎসাহী ছিল না, তা নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নিরপেক্ষ মানসতাও, যতটুকু তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, সমাচার দর্পণ-এর মনোভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিল না, যে সমাচার দর্পণ ছিল মিশনারিদের নিজস্ব পত্রিকা। দ্য রিফরমার লিখেছে: গ্রেট ব্রিটেনের মুসলমান ও হিন্দু প্রজাদের কর্মের পেছনে যে প্রবণতা কাজ করে তার পার্থক্য থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি প্রথমোক্তদের অবিশ্বস্ততা ও শেষোক্তদের রাজানুগত্য।... সরকারেরও উচিত এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে মুসলমান প্রজাদের ওপরেই তাদের সতর্ক লক্ষ রাখতে হবে, কেননা মুসলমানরাই বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত।১৫

আমি বলছি না যে বাংলার প্রচলন হলেই মুসলমানরা অপসৃত হবেসমাচার দর্পণ-এর এই যুক্তি নির্ভুল। মুসলমানরা একদিন অপসৃত সত্যি হয়েছে, কিন্তু তা অন্য কারণে। এ কথাও বলছি না যে ততালীন সরকার দ্য রিফরমার-এর পরামর্শে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেছিল। এই ঘটনাগুলো আসলে সে সময়ে বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা অনুধাবনে সংগত সহায়, যে মানসিকতা একদিন রাজনৈতিক আন্দোলনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। এক টেবিলে বসে রাজনীতি প্রসঙ্গে একটি সাধারণ পরিকল্পনা গ্রহণে হিন্দু ও মুসলমানদের যে ব্যর্থতা, তা শিক্ষিত হিন্দু এবং শিক্ষিত মুসলমানের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার বীজ ছিল বুদ্ধিগত মানসের গোড়াকার গঠনপ্রণালিতে এবং তার ধারা আজও প্রবহমান। বাংলাকে আধুনিক ভাষা হিসেবে একটি আধুনিক সাহিত্যের বাহন হিসেবে লালনে মিশনারিরা তাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। অপরিসীম দুর্ভাগ্য এই যে এই অমূল্য কাজটি এমন এক গোষ্ঠীর দ্বারা সাধিত হলো, জনগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে যাদের এই রকম সব উদ্ভট ধারণা ছিল। বাংলা ভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষকদের এই রকম মনোভঙ্গির সবচেয়ে কম ক্ষতিকর ফল হচ্ছে চেষ্টাকৃতভাবে সংস্কৃতগন্ধি একটি ভাষা। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লন্ডনে শিশু অপহরণের দায়ে জড়ালেন জিতু-শ্রাবন্তী !

কলকাতা,২৮ এপ্রিল (হি.স.): অভিনয় ছেড়ে এবার অপহরণের কাজে নিয়োজিত হলেন টলিপাড়ার দুই তারকা জিতু-শ্রাবন্তী !
লন্ডনে শিশু অপহরণের দায়ে জড়ালেন দুই তারকা !খুব শীঘ্রই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে তারকা জুটির নতুন ছবি 'বাবুসোনা'—র। এই ছবিতেই শিশু অপহরণের দায়ে জড়াবেন দুই তারকা।
এই প্রথমবার অ্যাকশন কমেডি মুভিতে জুটি বাঁধছেন অভিনেতা জিতু কমল ও অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। পুরোপুরিভাবে অ্যাকশন কমেডি সিনেমা 'বাবুসোনা'।
ছবির পরিচালনা করছেন পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষ। প্রযোজক অশোক ধানুকা ও হিমাংশু ধানুকার প্রযোজনাতে 'এসকে মুভিস' এর ব্যানারে তৈরি হচ্ছে এই ছবি 'বাবুসোনা'।
ছবির প্রধান চরিত্র বাবু নামের একজন কিডন্যাপার। আর সেই চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা জিতু কমল। ছবির গল্প অনুযায়ী সে একটি আইটি কোম্পানি চালায় নিজের কুকীর্তি ধামা চাপা দেওয়ার লক্ষ্যে। অন্যদিকে সোনা নামের একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। সে পেশায় চোর, কিন্তু নিজের পরিচয় দেন একজন পুলিশ হিসাবে। ছবির গল্প যত এগোতে থাকে এই দুটি মানুষের জীবনে মোড় নিতে থাকে আলাদা ক্লাইম্যাক্স।
একটা সময় লন্ডন শহরে একটি শিশু অপহরন ঘটনায় জড়িয়ে পরে দুজনে। এরপর দুজনার মন দেওয়া নেওয়া, আর জীবনের খেলা। ছবিতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ন চরিত্রে অভিনেত্রী পায়েল সরকার, আলেকজান্দ্রা টেলর, সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায়, বিলাস দে, অত্রি ভট্টাচার্য্য, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য।
ছবিতে আলেকজান্দ্রাকে দেখা যাবে একজন পুলিশের চরিত্রে। দুই মোড়কে ছবিতে দেখা যাবে অভিনেত্রী আলেকজান্দ্রা টেলরকে। আগামী মাসেই লন্ডন জুড়ে ছবির শ্যুটিং শুরু হবে। এই প্রথমবার এই ছবির হাত ধরেই জুটি বাঁধছেন শ্রাবন্তী,জিতু কমল।

আজ হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মহড়া

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তীর্থক্ষেত্র পুরী যাওয়া যাবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। কলকাতা থেকে পুরী পৌঁছে যাওয়া যাবে মাত্র সাড়ে ৫ ঘণ্টায়।
এর জন্য খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না রাজ্যবাসীকে। রেল সূত্রে খবর, আগামী মে মাস থেকেই চালু হতে চলেছে হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। শুক্রবার সেই ট্রেনের প্রথম মহড়া চালু হবে। মোট তিনবার মহড়া হবে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে মে মাস থেকেই এই ট্রেনে চেপে পুরী যাওয়া যাবে।
শুক্রবার মহড়ার জন্য হাওড়া থেকে বন্দে ভারত ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬ টা ১০ মিনিটে। সেই ট্রেন পুরী পৌঁছবে ১২ টা ৩৫ মিনিটে। আবার পুরী থেকে ১ টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে ও হাওড়া পৌঁছবে রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে। মাঝে ৫টি স্টেশনে থামবে ট্রেনটি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ট্রেনটি ২ মিনিটের জন্য থামবে খড়গপুরে। ৩০ এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার বন্দে ভারতের দ্বিতীয় মহড়া। ওই দিন ট্রেনটি যাবে হাওড়া থেকে ভদ্রক পর্যন্ত। ১ মে পরবর্তী মহড়ার দিন নির্ধারিত হবে।

প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ১৮টি রাজ্য ও দু''''টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৯১টি এফএম ট্রান্সমিটারের উদঘাটন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'অল ইন্ডিয়া রেডিও-র দেশকে সংযুক্ত করার একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মোবাইল ডিভাইস এবং ডেটা প্ল্যানের সামর্থ্য তথ্যের ব্যাপক প্রাপ্যতাকে সক্ষম করেছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'তথ্যের সময়মত প্রচার, কৃষির জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস, অথবা মহিলাদের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নতুন বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে এই এফএম ট্রান্সমিটারগুলি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এফএম-এর ইনফোটেইনমেন্টের অনেক মূল্য আছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'প্রযুক্তি বিপ্লব রেডিও এবং এফএম-কে একটি নতুন উপায়ে রূপান্তরিত করেছে। রেডিও অপ্রচলিত হয়নি। অনলাইন এফএম এবং পডকাস্টের মাধ্যমে, এটি একটি নতুন অবতারে এসেছে, যা ডিজিটাল ইন্ডিয়া নতুন শ্রোতাদের দিয়েছে। আজ ডিটিএইচ পরিষেবাগুলিতে অনেক শিক্ষা কোর্স পাওয়া যায়। এফএম রেডিও এবং ডিটিএইচ উভয়ই ডিজিটাল ভারতের ভবিষ্যতের একটি উইন্ডো দেখিয়েছে।'
মন-কি-বাত অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কয়েকদিন পর রেডিও-তে ''''মন-কি-বাত''''-এর শততম পর্বে আমি ভাষণ দেব। ''''মন কি বাত''''-এর এই অভিজ্ঞতা, দেশবাসীর সঙ্গে এই ধরনের মানসিক সংযোগ শুধুমাত্র রেডিও-র মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল।'

মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ সমাহিত রাখার সিদ্ধান্ত পরিবারের

কালিয়াগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ি পৌঁছল। তবে দেহ দাহ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। দেহ তাঁরা সমাধিস্থ করে রেখেছেন। দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত ও সিবিআই তদন্তের দাবিতে দ্রুত আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পদক্ষেপ করছেন তাঁরা। মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ বাড়ি পৌঁছনোর পর সেখানে যান স্থানীয় বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। তিনি পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে সুবিচার আদায়ের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, এই মৃত্যুর বিচার আমরা আদায় করবই।
মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ গ্রামে ফেরাতে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই কালিয়াগঞ্জ থানার সামনে প্রস্তুতি শুরু করে পুলিশ। একটি অ্যাম্বুলান্সে তোলা হয় যুবকের দেহ। সঙ্গে ২টি ছোটা হাতিতে করে প্রায় ২০ জন রোবো কপ পাঠানো হয় দেহের সঙ্গে। রাত প্রায় পৌনে ন'টা নাগাদ রাধিকাপুরের সীমান্ত লাগোয়া চাঁদগাঁওয়ে পৌঁছয় মৃত্যুঞ্জয়ের দেহ। তবে গ্রামে পৌঁছয় শুধু শববাহী অ্যাম্বুলান্সটি। উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কায় পুলিশের গাড়িগুলি গ্রাম থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার আগেই থেমে যায়। দেহ গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। পরিবার ও গ্রামবাসীদের দাবি, পুলিশ জোর করে দেহ নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্ত করেছে। এই ময়নাতদন্তে আস্থা নেই তাঁদের। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের দেহের ফের ময়নাতদন্তের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। দেহ সংরক্ষিত রাখতে বাড়ির পাশেই সমাধিস্থ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাতে দেহ গ্রামে পৌঁছনোর পর মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করেন স্থানীয় বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। রাধিকাপুর মোড়ে পুলিশ তাঁকে বাধা দেয়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁকে গ্রামে ঢুকতে দেয় পুলিশ। পরিবারকে সমবেদনা জানান তিনি। তিনি বলেন, এই মৃত্যুর বিচার আমরা আদায় করবই।

কাটিহারে গুলিতে নিহত জেডিইউ নেতা কৈলাশ মাহতো

পাটনা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল জনতা দল-ইউনাইটেড (জেডিইউ) নেতা কৈলাশ মাহতোর। গত রাতে তাকে কাটিহারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে শুক্রবার পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনাটি ঘটেছে কাটিহারের বারারি থানা এলাকায়। কাটিহারের এসডিপিও ওম প্রকাশ শুক্রবার জানিয়েছেন, 'আমরা তদন্ত শুরু করেছি এবং অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। প্রায় ৪-৫ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। ময়নাতদন্তের পরেই আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া যাবে', বলেছেন।

উত্তরবঙ্গে বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টার বনধে সকাল থেকেই ধুন্ধুমার

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জ কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বনধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া উত্তরবঙ্গজুড়ে। প্রতিটি জেলায় সকাল থেকে পথে নেমে পড়েছেন বিজেপির বনধ সমর্থনকারীরা। শিলিগুড়িতে বনধ সমর্থনকারীরা রাস্তায় নেমে দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি, যানবাহন না চলাচলের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন তাঁরা। বাগডোগরার বিহারমোড়ে সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বিজেপির কর্মীরা সড়ক অবরোধ করেন। ৮টা নাগাদ পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয়। পরে কয়েকজন ফের যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া শুরু করে। সেখান থেকে পাঁচজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর বিজেপির নেতা-কর্মীরা বাইক নিয়ে মিছিল করে দোকান বন্ধের অনুরোধ জানান। সকালে নকশালবাড়িতে এই বনধের বিরুদ্ধে পালটা পথে নামে তৃণমূল। জলপাইগুড়ি শহরের পথে সকাল থেকে নেমে পড়েছেন বনধ সমর্থনকারীরা। সকাল থেকে সেখানে বন্ধ দোকানপাট। টোটো, দু-একটি সরকারি বাস চলাচল করছে।
নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জ। সেখানেই এবার পুলিশের বিরুদ্ধে যুবককে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। নিহত যুবক তাঁদের কর্মী বলে দাবি বিজেপির। প্রতিবাদে, আজ উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। বনধ সফল করতে শুক্রবার সকাল থেকেই বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মিছিল বের করেন।
উত্তরবঙ্গে বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার বন্ধের শুরুতেই অশান্তির আবহ কোচবিহার শহরে। সকালে কোচবিহার শহরে, বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়ের নেতৃত্বে মিছিল করেন দলীয় কর্মীরা। রাস্তায় সরকারি বাস দেখা গেলেও, দেখা মেলেনি বেসরকারি বাসের। কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা দেখা যায়। বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় জেলা নেতৃত্ব। তখনই পুলিশ এসে তাঁদের টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভানে তোলে। এদিকে, বন্ধের বিরোধিতায় একই জায়গায় পাল্টা মিছিল করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। তৈরি হয় উত্তেজনা। পুলিশ এসে দু-পক্ষকে সরিয়ে দেয়।
কোচবিহার
এদিন, কোচবিহার শহরে সরকারি বাসের কাচ ভাঙলেন বিজেপি কর্মীরা। আহত বাসচালক। বাস ভাঙচুরের ঘটনায়, অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দিলেন, এনবিএসটিসি-র চেয়ারমান পার্থপ্রতিম রায়। কোচবিহারের কাছারিমোড়ে আরও একটি সরকারি বাস ভাঙচুর করে বিজেপি কর্মীরা।
কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে বিজেপি-তৃণমূল দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। এদিন বনধের সমর্থনে যেমন পথে নামে বিজেপি, তেমনই বনধের বিরোধিতায় পথে নামে তৃণমূলও। ঘুঘুমারিতে দুপক্ষ মুখোমুখি চলে এলে, উত্তেজনা তৈরি হয়। হাতাহাতি বাধে।
তুফানগঞ্জ বলরামপুর চৌপতি এলাকায় বিজেপি ও তৃণমূলের মিছিল ঘিরে তৈরি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি। কোচবিহারের চাকিরবাজারেও উত্তেজনা। সেখানে বিজেপি সমর্থকদের উদ্দেশে বাঁশ নিয়ে তেড়ে যায় তৃণমূল কর্মীরা। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিজেপি। তুফানগঞ্জে বিজেপি মন্ডল সভাপতি ও যুব সভাপতি সমেত মোট ৭ জনকে আটক করলো তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।
বিজেপির বনধে স্তব্ধ জাতীয়-রাজ্য সড়ক
শুক্রবার সকাল থেকেই অসম -বাংলা যোগাযোগকারী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের কাশিয়াবাড়ি বাজারে পথ অবরোধ বিজেপি কর্মীদের। পাশাপাশি হরিপুর কামাখ্যাগুড়ি সংযোগকারী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির। সকাল থেকেই বন্ধ দোকানপাট। পাশাপাশি তুফানগঞ্জ শহরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস আটক করে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের। বিশাল পুলিশ বাহিনী রাস্তায় নেমেছে।
জলপাইগুড়ি
জলপাইগুড়ি শহরেও সকাল থেকে বনধের ছবি দেখা গেল। কদমতলায় বিজেপি পার্টি অফিসের সামনে রাস্তায় নেমে সরকারি বাস বন্ধ করে দেন বিজেপি কর্মীরা। সকাল থেকেই বন্ধ দোকানপাট। জলপাইগুড়িতে বন্ধ করা হল স্কুল।
জলপাইগুড়ি নেতাজি পাড়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বন্ধকে ঘিরে করা বিশাল পুলিশি ব্যবস্থা। চলছে র‍্যাফ ও পুলিশের টহলদারি। বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের গেট বন্ধ। সরকারি বাস চলাচল স্বাভাবিক। বনধ সমর্থকদের এখনও পর্যন্ত দেখা মেলেনি এই এলাকায়।তবে এ সময় যেসব দোকানপাট খুলে যায় সেগুলোও বন্ধ রয়েছে এলাকায়। তবে সরকারি বাসের চালকরা হেলমেট পরেই এদিন বাস চালাচ্ছেন।
বনধের বিরোধিতায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। জলপাইগুড়ির নেতাজি পাড়ায়, এনবিএসটিসি -র অফিসের সামনে বনধ সমর্থকদের সঙ্গে তুমুল বচসা বাধে আইএনটিটিইউসি- কর্মীদের।
মালদা
পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি এলাকায় বুলবুলি মোড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। রাস্তায় বসে পড়ে বিজেপির নেতা কর্মীরা। নেতৃত্বে বিজেপির উত্তর মালদা ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত। মালদা জেলার মালদা শহর ইংরেজবাজার ছাড়াও গাজোল, হবিবপুর,মানিকচক, ইত্যাদি ব্লকে বনধে ভালো সাড়া মিলেছে। রাস্তায় বিশেষ যান চলাচল নেই, দোকান বাজার বন্ধ। তবে পুলিশও নেমেছে রাস্তায়।
দার্জিলিং
শিলিগুড়ি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় সকাল থেকেই বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। অনান দিনের তুলনায় রাস্তায় যানবাহন কিছুটা কম। তবে বনধের প্রতক্ষ প্রভাব পড়েনি পাহাড়ে। দার্জিলিঙে দোকানপাট স্বাভাবিক নিয়মেই খোলা। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক আছে।
বনধের বিরোধিতায় পথে তৃণমূল
এদিকে, কোচবিহারে বনধের বিরোধিতায় আবার তৃণমূলের তরফেও মিছিল বার করা হয়। বনধ রুখতে তৃণমূলের একটি পালটা মিছিল লাঠি-সোটা নিয়ে চাকির মোড় এলাকায় বের হয়। তারা বেশ কিছু বনধ সমর্থনকারীদের পেছনে তাড়া করে তারা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ কোনওভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এরপর বনধের বিরুদ্ধে তৃণমূলের মিছিলটি চাকির মোড় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বাসকে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গে বজ্রপাতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের পাঁচটি জেলায় মানুষ মারা গেছে। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়ায় বাজ পড়ে মৃত্যুর খবর আসছে। মেদিনীপুরে ৩ জন, পূর্ব বর্ধমানে ৪ জন, হাওড়ায় ৩, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগণায় দুজন করে প্রাণ হারিয়েছেন,।
রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে বর্ধমান জেলায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া গ্রামীণ জেলায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। যারা মারা গেছেন তাদের বেশিরভাগই কৃষক এবং ঝড়ের সময় তারা বাড়ির বাইরে ছিলেন, যার কারণে তারা এর কবলে পড়ে।
রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকদের মতে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে, রাজধানী কলকাতা সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রবল বজ্রঝড়ের সাথে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে বজ্রপাতও হয়েছে।
আলিপুর-ভিত্তিক আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা থেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হয়।

এমবিই সম্মানে সম্মানিত ভারতীয় বিদ্যা ভবন ইংল্যান্ডের প্রধান ড. নন্দকুমার

লন্ডন, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এবং লন্ডনের ভারতীয় বিদ্যা ভবন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক, ডক্টর এম এন নন্দকুমারকে ভারতীয় ধ্রুপদীর ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য "মেম্বার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার" (এমবিই) ভূষিত করলেন রাজা তৃতীয় চার্লস। শিল্প জনজীবনে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের ব্রিটিশ রাজা এই পুরস্কার প্রদান করেন।
ডঃ নন্দকুমার, প্রায় ৪৬ বছর ধরে ভারতীয় বিদ্যা ভবন কেন্দ্রের সাথে যুক্ত, কর্ণাটকের মাত্তুর গ্রামের বাসিন্দা। এমবিই পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি বলেন, তিনি আরও খুশি যে এর মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় বিদ্যা ভবন কেন্দ্রের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবারও পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।
শুক্রবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।
ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থার মামলার শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : যৌন হেনস্থার অভিযোগ নিয়ে পথে নেমেছেন দেশের পদকজয়ী কুস্তিগীররা। রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রীজভূষণ সরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থার অভিযোগ। কেন্দ্রের তৈরি করে দেওয়া কমিটি থেকে অভিযোগের সুবিচার না পেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কুস্তিগীররা। শুক্রবার সেই মামলারই শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে।চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রীজভূষণ সরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন দেশের হয়ে পদকজয়ী এক কুস্তিগীর। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, প্রশিক্ষণের নামে মহিলা কুস্তিগীর, বিশেষ করে নবাগতদের যৌন হেনস্থা করেন ব্রীজভূষণ। এই অভিযোগ ওঠার পরই একে একে বাকি কুস্তিগীররাও মুখ খোলেন। দিল্লির জন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। কুস্তিগীরদের বিক্ষোভের জেরেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়।
এপ্রিল মাসের শুরুতেই কমিটির তরফে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় কেন্দ্রের কাছে। তবে সেই রিপোর্ট এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এদিকে, কমিটির তরফে সুবিচার করা হচ্ছে না, এই অভিযোগে ও ব্রীজভূষণের শাস্তির দাবিতে কুস্তিগীররা ফের একবার জন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। যে সমস্ত কুস্তিগীররা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে সাক্ষী মালিক, বীনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়ার মতো পদকজয়ীরা।তারা সকলেই ব্রীজভূষণ সিংয়ের শাস্তির দাবি করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রধান তথা বিজেপি সাংসদ ব্রীজভূষণ সরণ সিংয়ের শাস্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানান।
মামলা দায়ের হওয়ার পরই শীর্ষ আদালতের তরফে দিল্লি পুলিশকে নোটিস পাঠানো হয়। কুস্তিগীররা পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর না নেওয়ার যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের তরফে বলা হয়, "আন্তর্জাতিক মঞ্চে যারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেই সকল কুস্তিগীরদের তরফে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনা হয়েছে। এটি অতন্ত গুরুতর একটি বিষয়। এই বিষয়ে আদালতের বিবেচনার প্রয়োজন।''অন্যদিকে, ফেডারেশনের প্রধান ব্রীজভূষণের দাবি, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারই তিনি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যেখানে তিনি বলেন, অত্যন্ত অসহায় অনুভব করছেন, মৃত্যুবরণ করতে চান।

কাজের সন্ধান

এনটিপিসি-তে ওভারম্যান, সর্দার নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এনটিপিসি বা জাতীয় তাপ বিদ্যুৎ নিগমে ওভারম্যান, সির্দারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কর্পোরেট সেক্টর এনটিপিসি বা ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডে মাইনিং ওভারম্যান, ওভারম্যান, মেকানিক্যাল সুপারভাইসর, ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইসর, ইনস্ট্রাক্টর, মাইন সার্ভে, মাইনিং সির্দার ইত্যাদি ১৫২টিশূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ০৫-০৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বরঃ এনটিপিসি/ সিএমএইসকিউ/ ০১/ ২০২৩।তারিখ ২১-০৪-২০২৩।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং (১) ঃ মাইনিং ওভারম্যান, মোট শূন্যপদ ৮৪টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১১টি, এসটি'র জন্য ২১টি, ওবিসি'র জন্য ১৩টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৩৩টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ ওভারম্যান (ম্যাগাজিন), মোট শূন্যপদ ৭টি। পদগুলি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ মেকানিক্যাল সুপারভাইসর, মাট শূন্যপদ ২২টি। এর মধ্যে এসটি'র জন্য ৩টি সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৯টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইসর, মোট শূন্যপদ ২০টি। এর মধ্যে এসটি'র জন্য ২টি সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২০টি পদ অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ভোকেশন্যাল ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টার, মোট শূন্যপদ ৩টি। পদগুলি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ মাইন সার্ভে, মোট শূন্যপদ ৯টি। এর মধ্যে এসটি'র জন্য ২টি সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৭টি পদ অসংরক্ষিত।

প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৯ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। বাছাইকৃত হলে ইন্টারভিউর বা পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি।

আর্মি সেন্টারে গ্রুপ-সি পদে মাধ্যমিক পাশদের থেকে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। আর্মি সেন্টারে কুক, ক্যাটারিং, এলডিসি, ট্রেডসম্যান, টিনস্মিথ, বার্বার, এমটিএস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — ত্রিপুরা, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, পশ্চি মবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্রিশগড় ও আরও কিছু রাজ্য থেকে বিভিন্ন টেকনিক্যাল, ট্রেডসম্যান সহ ১৫টি বিভিন্ন পদে মোট ২৩৬ জন তরুণ-তরুণী নেবে আর্মি সেন্টারে, নিয়োগের এক বিশেষ অভিযানে। প্রার্থীবাছাই করা হবে আর্মি সেন্টার অফিস থেকে। নিয়োগের জন্য শারীরিক মাপজোক ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়োগ র‍্যালী হবে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে। মোট ২৩৬টি শূন্যপদের মধ্যে যেমন এসসি, এসটি এবং ওবিসি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিতও রয়েছে বেশ কিছু পদ। পদভিত্তিক বিভাজন এবং রাজ্যভিত্তিক পদ অনুযায়ী শূন্যপদগুলির তালিকা পাবেন 'আর্মি সেন্টার'-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে।

আবেদনের জন্য যোগ্যতা দরকার নিচের মতো শারীরিক মান ও বয়স ছাড়াও অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন বিভিন্ন পদের জন্য, তবে আবেদনের আগে অবশ্যই ক্যাটেগরিভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে নেবেন। যেমন ক্লার্ক পদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে এবং প্রতি মিনিটে ৩৫টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করতে জানা, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর প্রতি মিনিটে ৮০টি ইংরেজি শব্দ ডিকটেশন নেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে। অপারেটর রেডিও লাইন ও ইলেকট্রিক্যাল ফিটার সিগন্যাল পদের জন্য ইংরিজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান ও ফিজিকস সহ মাধ্যমিক পাশ। আরমৌরার পদের জন্য ইংরিজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান সহ মাধ্যমিক পাশ। ইলেকট্রিশিয়ান পদের জন্য মাধ্যমিক সহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে স্বীকৃত ডিপ্লোমা/ আইটিআই সার্টিফিকেট। এমটিএস সহ অন্যান্য পদের জন্য সাধারণ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। আর্মি সেন্টারের এটি একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান। বয়স হতে হবে ০৬-০৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে ক্লার্ক ও পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে। প্রতি ক্ষেত্রে এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মান- পুরুষদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি (তঃউঃজাঃ ১৬২.৫ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ১৬৫ সেমি), বুকের ছাতি ৮০ থেকে ৮৫ সেমি (তঃউঃজাঃ ৭৬-৮১ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ৭৮-৮৩ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এই চাকরি উপযুক্ত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তঃউঃজাঃ ১৫০ সেমি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ১৫৫ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিষয়ে কোন তারতম্য এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। প্রার্থীবাছাই হবে শারীরিক মান, তাতে সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৪ মিনিটে ৫ কিমি. দৌড় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১.৬ কিমি. দৌড় সাড়ে ৮ মিনিটে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাকা হবে ট্রেড টেস্টের জন্য। প্রতি ক্ষেত্রে আবার রয়েছে লিখিত পরীক্ষাও। ট্রেড টেস্টে ডাকার আগে নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের এই লিখিত পরীক্ষা। এতে আবার কাট অফ মার্ক রাখা হয়েছে এমন যে — সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ এবং এসসি/ এসটি/ ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ। প্রাক্তন সমরকর্মীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষাও নেই।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৬ মে-র মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **মেডিকেল অফিসার (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য)**,
শূন্যপদ ঃ ৭৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ৭৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে,
জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নামঃ **ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৬৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (সিআরপিএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস, এমবিবিএসপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওভারম্যান, সির্দার (এনটিপিসি)**
শূন্যপদ ঃ ১৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি ওয়ার্কার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ২৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন্-একাডেমিক স্টাফ (এনসিইআরটি)**,
শূন্যপদ ঃ ৩৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইয়ং ফেলো (গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, বহিঃরাজ্য)**,
শূন্যপদ ঃ ১৪১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য)**,
শূন্যপদ ঃ ৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমএস পাশ,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও, এডিএমও (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১২৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হোম গার্ড (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নামঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে,
র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে বিএসএফ-এ হেড-কনস্টেবল

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও হেড কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে, র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, হেড কনস্টেবল (রেডিও অপারেটর) এবং হেড কনস্টেবল (রেডিও মেকানিক) পদে ২৪৭ জন নিয়োগ করবে বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ-তরুণী প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ ২৪৭টি'র মধ্যে হেড কনস্টেবল (রেডিও অপারেটর) ২১৭টি এবং হেড কনস্টেবল (রেডিও মেকানিক) পদে ৩০টি। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতি (এসসি), তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি), ওবিসি এবং ইডব্লিও এস প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে প্রচুর। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরের প্রয়োজনে বাড়তেও পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে শূন্যপদের বিভাজনের নিরিখে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। সঙ্গে আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে শর্টহ্যান্ড বা স্টেনোগ্রাফি জানা এবং কম্পিউটারে টাইপিং দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আবশ্যিক যোগ্যতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে, তবে সময়ে তা দক্ষতার সহিত শিখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে ১২-৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে সিপিসি অনুযায়ী লেভেল ৪-এর ভিত্তিতে হেড কনস্টেবল (রেডিও অপারেটর) এবং হেড কনস্টেবল (রেডিও মেকানিক) পদের জন্য লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৮ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭১ ও ৭৬ সেমি)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৩ ও ৭৮ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ সেমি)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৫ সেমি। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১২ মে-র মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১২ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, স্কিল ট্রেড টেষ্ট ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬.৫ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ১১ ফিট লং জাম্প এবং ৩.৫ ফিট হাই জাম্প। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফিট লংজাম্প, ৩ ফিট হাই জাম্প। এছাড়াও, এবিষয়ে আরও জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে পারেন অথবা কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **মেডিকেল অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমডি পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিপাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,

বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে, জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* সিআরপিএফ-এ **কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস, এমবিবিএসপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে **ওয়ার্কার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিপিসি-তে **ওভারম্যান, সির্দার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* আর্মি-তে **গ্রুপ-সি ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনসিইআরটি-তে **নন্-একাডেমিক স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে **ইয়ং ফেলো**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, এমএস পাশ, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকে **এম.ও, এডিএমও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১২৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, জুলাইয়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা।

* বহিঃরাজ্যে **হোম গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৯-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **হেড কনস্টেবল**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মে, র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

কালিয়াগঞ্জে পুলিশের গুলিতেই যুবকের মৃত্যু’, সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টে বিজেপি

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জে যুবকের মৃত্যু হয়েছে পুলিশের গুলিতে, এই অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল খাঁ। শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষন করেন তিনি। দাবি জানিয়েছেন সিবিআই তদন্তের।

ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জ। এরই মাঝে যুবক খুনের ঘটনায় আগুনে ঘি পড়ে। বুধবার পুলিশি অভিযান চলাকালীন গুলিতে এক যুবকের মৃত্যুতে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাত থেকেই উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জ। শুক্রবার উত্তরবঙ্গে বিজেপির ডাকে চলছে ১২ ঘণ্টা ধর্মঘট। এই পরিস্থিতিতে কালিয়াগঞ্জের মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যুর ঘটনায় এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ ইন্দ্রনীল খাঁ। পুলিশের গুলিতেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের দাবিও জানান। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন জানিয়েছেন ওই বিজেপি নেতা। অনুমতি দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জ। অভিযুক্তদের ধরতে সীমান্তবর্তী গ্রামটিতে পুলিশের এই অভিযান। মৃত্যুঞ্জয় বর্মন নামে এক যুবক পুলিশকে বাধা দেওয়ায় গুলি চলে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে নিরীহ ওই যুবকের। যদিও পুলিশের তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এবার এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে হাই কোর্টে বিজেপি।

আজ জিয়া খান মৃত্যু মামলার চূড়ান্ত রায়

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : অবশেষে ১০ বছর পর জিয়া খান মৃত্যু মামলার নিষ্পত্তি হতে চলেছে। ২০১৩ সালে মুম্বইয়ের জুহুতে নিজের বাসভবন থেকেই উদ্ধার হয় অভিনেত্রী জিয়া খানের দেহ। মৃত্যুর আগে খোলা চিঠিতে নিজের কষ্ট জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

তাঁর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে অভিনেতা আদিত্য পাঞ্চোলির একমাত্র পুত্র সুরজ পাঞ্চোলির বিরুদ্ধে। অভিনেত্রীর মা রাবিয়া খানের কথায়, তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা করেনি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। রাবিয়া খানের এই অভিযোগের ভিত্তিতে সুরজকে সালে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। তবে এত বছর তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন। রাবিয়ার কথায়, জিয়াকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতেন সুরজ ও তাঁর পরিবার। তাই তাঁরাই জিয়াকে আত্মহত্যার প্ররোচনা করেছেন। এখন দেখতে দেখতে প্রায় ১০ বছর হয়ে গেল, এখনও তাঁর মৃত্যু রহস্য সামনে আসেনি। এদিকে সুরজ বরাবরই নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন এবং তাঁদের পরিবারও পজিটিভ রায়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। অবশেষে আজ মুম্বইয়ের একটি বিশেষ সিবিআই আদালতে জিয়া খান মৃত্যুর চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হবে। অভিনেত্রী জিয়া খানের মৃত্যুর ঘটনায় আজও শোকসন্তপ্ত গোটা বলিউড।

এক রাতে দু’বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

কাঠমান্ডু, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : এক রাতে দু’বার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৮ এবং ৫.৯। নেপালের বাজুরার দাহাকোট এলাকায় ভিন্ন সময়ে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, প্রথম কম্পনটি বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৮ মিনিটে এবং দ্বিতীয়টি ঘটে রাত ১টা ৩০ নাগাদ। যদিও ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে দুই দফায় ওই ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে জোড়া ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৮ এবং ৫.৯। বৃহস্পতিবার রাতে পশ্চিম নেপালে ভূমিকম্পের দুটি ঘটনা রেকর্ড করেছে ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টার। তবে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত এই ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। নেপালের পশ্চিমাঞ্চলীয় সুরখেত জেলার সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের মতে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ৪.৮ এবং ৫.৯ মাত্রার দুটি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে ঘটা জোড়া এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল বাজুরার ডাহাকোটে।এর আগে ২০১৫ সালে নেপালের কিছু অঞ্চলে ৭.৮ মাত্রার এক তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। সেই ভূমিকম্পে জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল দেশটিতে। মারা যায় প্রায় ৮,৫০০ জন। এর জেরে ভূমিধস ও তুষারধসও ঘটেছিল। তাতে ২২ পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়।এর এক মাস পরে আফটারশকের জেরে অন্তত ২০০ জন মারা যায় সেখানে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন জেডিইউ নেতা অজয় অলোক

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : জনতা দলের (ইউনাইটেড) প্রাক্তন জাতীয় মুখপাত্র ড. অজয় অলোক শুক্রবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে(বিজেপি) যোগ দিয়েছেন। অজয় অলোক বিজেপি সদর দফতরে দলে যোগ দেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অশ্বিনী বৈষ্ণব ডঃ অজয় অলোককে দলের সদস্যপদ দিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে অশ্বিনী বৈষ্ণব ডক্টর অলোককে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ইনিংস রয়েছে। সমাজের যাত্রা, চিন্তা ও বিকাশে তার অবদান অনেক। এই ধরনের রাজনৈতিক মানুষ বিজেপির আদর্শ নিয়ে কাজ করেন তাদের সর্বদা স্বাগত জানাই।

এই উপলক্ষে ডঃ অজয় অলোক বলেন, আজ একটি বিশেষ দিন কারণ তিনি বিজেপি পরিবারের সাথে যোগ দিয়েছেন। বিজেপির আদর্শে যোগ দিয়ে এবং নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনা করে আমরা দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য কাজ করে যাব।

সুদানে তুরস্কের বিমান লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ

খার্তুম, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : সুদানে চলমান সংঘাতের মধ্যে নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে অবতরণ করা তুরস্কের একটি বিমান লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। এতে বিমানটিতে গুলি লাগলেও বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কোনও হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি।

সুদানে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছে। এই সংঘাতের মধ্যে আটকা পড়া নিজ নিজ নাগরিক ও কূটনীতিকদের সরিয়ে নিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। ইউরোপের দেশ তুরস্কও তার নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। শুক্রবার তুরস্কের একটি বিমান রাজধানী খার্তুমের বাইরে ওয়াদি সেয়িদিনা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিমানটিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করা হয়।

তবে কোন পক্ষ এই গুলিবর্ষণ করেছে তা স্পষ্ট নয়। এই গুলিবর্ষণের জন্য আধাসামরিক আররএসএফকে দায়ী করেছে সেনাবাহিনী। যদিও আরএসএফ এই দাবি প্রত্যাখান করেছে।

তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিমানে গুলিবর্ষণের খবর নিশ্চিত করেছে। বলেছে, বিমানটিতে গুলি লেগেছে। এতে বিমানটির জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা (ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম)ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আরও বলা হয়, সি-১৩০ বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে। পরে বিমানটি মেরামত করা হয়। হামলার ঘটনায় কোনও হতাহতের তথ্যও জানায়নি তুরস্ক।

এদিকে সুদানের সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) আরও ৩ দিনের অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘের জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর অস্ত্রবিরতির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

ট্রেন চলাচলে বাধা বনধ সমর্থকদের

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : বনধকে কেন্দ্র করে টানটান উত্তেজনা শহর শিলিগুড়িতে। বেলা বাড়তেই বিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে রেলস্টেশনে। শিলিগুড়ির টাউন স্টেশনে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস আটকে দেন বিজেপির বনধ সমর্থনকারীরা। এদিকে, দুপুরে হিলকার্ট রোডে দোকানপাট বন্ধ করে দেন তাঁরা। এদিন সকাল থেকেই শিলিগুড়িতে পথে নামেন বনধ সমর্থনকারীরা। হিলকার্ট রোডে সরকারি বাসে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে বনধ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। মারধর করা হয় সরকারি বাসের চালককে। শুধু তাই নয়, বাস, টোটোর যাত্রীদের টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেড উলটে ফেলে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে পুলিশের বচসা বেধে যায়। এরপর বিধায়ক ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় বসে পড়েন। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। বনধ সমর্থনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। রাষ্ট্রপতি ভবন এই বিষয়ে একটি ছবি প্রকাশ করে জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে দেখা করেছেন।

তিনি কিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, গুইন্ডি প্রাঙ্গণে নতুন মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানান। সাত তলা হাসপাতালটি তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে পিতৃপুরুষ এম করুণানিধির ১০০ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে তৈরি করা হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নেতা করুণানিধির ওপর লেখা একটি বই রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেন।

পূর্ণিয়ায় যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে প্রেমিক গ্রেফতার

কিশনগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : বিহারের পূর্ণিয়ায় যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রেমিক সহ চারজনের বিরুদ্ধে। বুধবার পূর্ণিয়ার কসবা থানা এলাকার এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়। বাকি তিনজন পলাতক।

নির্যাতিতা যুবতী পুলিশকে জানিয়েছে, বুধবার রাতে তাঁর প্রেমিক গ্রামের একটি বাঁশ ঝাড়ে তাঁকে কোনও কারণে ডাকেন। যুবতী যখন সেখানে তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন প্রেমিকের দুই বন্ধু ঘটনাস্থলেলে পৌঁছায়। জানা গিয়েছে, তাঁর প্রেমিকই বন্ধুদের ফোন করে ডাকেন। এছাড়া আরও একজন মুখ ঢাকা অবস্থায় সেখানে ছিল। অভিযোগ, প্রেমিক সহ চারজন মিলে তাঁকে গণধর্ষণ করে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতে গ্রামে সালিশি সভার মাধ্যমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে চারজন অভিযুক্তর নামে যুবতীর পরিবার কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর পুলিশ অভিযুক্ত প্রেমিককে গ্রেফতার করে।

পূর্ণিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পুস্কর কুমার জানান, যুবতীর মেডিকেল চেকআপ করানো হয়েছে পূর্ণিয়া সদর হাসপাতালে। শুক্রবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। পলাতক তিনজনের খোঁজ চলছে।

আলাস্কায় বিধ্বস্ত দুই অ্যাপাচি হেলিকপ্টার, ৩ মার্কিন সেনা নিহত

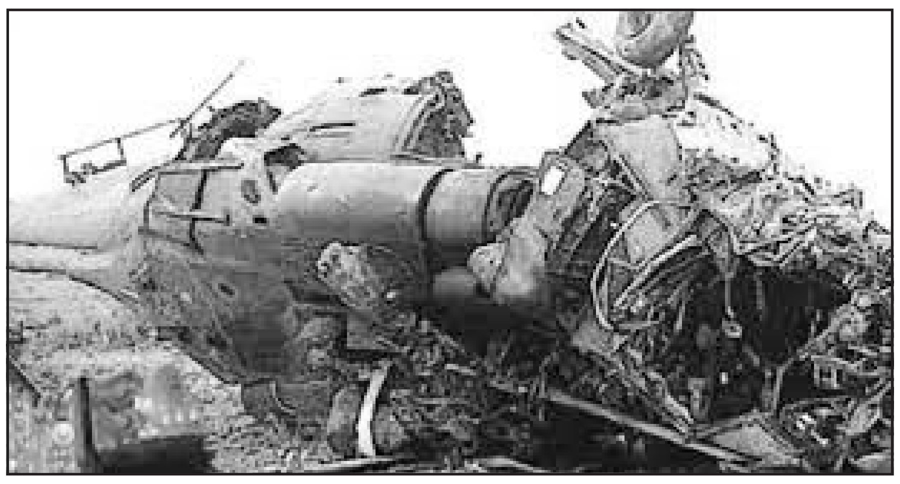

আলাস্কা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে সংঘর্ষের পর দুটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার সময় এই দুর্ঘটনায় তিন সেনা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

আলাস্কার হেলির কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে দুই সেনা নিহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান আরেকজন। আহত সেনাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আলাস্কার মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জন পেনেল বৃহস্পতিবার বলেন, বিধ্বস্ত হওয়ার সময় দুই অ্যাপাচি হেলিকপ্টারেই দু’জন করে সেনা ছিলেন।

এয়ারবর্ন ডিভিশনের মেজর জেনারেল ব্রায়ান আইফ্লার বিবৃতিতে বলেন, নিহত সেনাদের পরিবার, সহকর্মী এবং বিভাগের জন্য এক অভাবনীয় ক্ষতি। আমরা তাদের পরিবার ও স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আধুনিক প্রযুক্তির অ্যাপাচি হেলিকপ্টার দুটি কেন বিধ্বস্ত হলো, তার কারণ এখনও জানা যায়নি। এ বিষয়ে তদন্ত শুরুর কথা জানিয়েছে সেনাবাহিনী। চলতি বছরে আলাস্কায় এ নিয়ে দ্বিতীয়বার সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হলো।

রামনবমীর হিংসায় মমতা ও তাঁর দলের ভূমিকার তদন্ত হওয়া উচিত : ভিএইচপি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): হাওড়ার শিবপুর-সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় রামনবমীর মিছিলে হিংসাত্মক ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। শুক্রবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর হিংসায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের ভূমিকার তদন্ত হওয়া উচিত।

ভিএইচপি-র মতে, রামনবমীর মিছিলে হিংসাত্মক ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে সরাসরি আঙুল তুলেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভিএইচপি-র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরেন্দ্র জৈন দাবি করেছেন, এনআইএ-র উচিত মমতার ও তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকায় তদন্ত করা।

ডি এ মামলা আবার পিছিয়ে ১৪ জুলাই

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : সুপ্রিম কোর্টে আবার পিছিয়ে গেল মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মামলার শুনানি। ১৪ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এই নিয়ে টানা সাত বার পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। গত বছরের ৫ ডিসেম্বর ডিএ মামলার প্রথম শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু ওই দিন শুনানি হয়নি। এর পর আরও তিন বার পিছিয়ে যায় শুনানি। অবশেষে গত ২১ মার্চ এই মামলার শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মামলাটির শুনানি আবার স্থগিত রাখা হয়।

এর পর মামলার শুনানি পিছিয়ে ১১ এপ্রিল অর্থাৎ মঙ্গলবার ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু ওই দিনও বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটির শুনানি আবার পিছিয়ে দেয়। গত ১১ এপ্রিল শীর্ষ আদালতে ডিএ মামলার শুনানি পিছিয়ে যায়। আগামী ২২ মে গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে শীর্ষ আদালতে। ৩ জুলাই খুলবে সুপ্রিম কোর্ট। তার পরে ডিএ মামলা শুনবে সর্বোচ্চ আদালত।

খড়িবাড়িতে পুড়ল মমতার কুশপুত্তলিকা

খড়িবাড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ বনধের মিশ্র প্রভাব পড়েছে খড়িবাড়ি ব্লকে। শুক্রবার সকাল থেকে খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি মোড়ে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।

এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করলেন বিজেপির বনধ সমর্থনকারীরা।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ পুলিশের উপস্থিতিতে মুখমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদিকা মণীশা সরকার, রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল সভাপতি ভোলানাথ সিদ্ধা প্রমুখ। এদিকে, নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে বিজেপি ও তৃণমূলের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। নেপালগামী সড়ক ও এশিয়ান হাইওয়ে ২ বন্ধ করে পিকেটিং করেন বিজেপির সমর্থকরা। পানিট্যাঙ্কি বাজারে বনধের সমর্থনে দোকান বন্ধ করতে গেলে তাতে বাধা দেন আইএনটিটিইউসির জেলা সম্পাদক তথা পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী। এতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লকের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব বর্মন সহ তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজনা চরমে ওঠে। এরপর পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড়ে গিয়ে তৃণমূলকর্মীরা বনধের জেরে জাতীয় সড়ক অবরোধে বিরোধিতা করলে ফের উত্তেজনা চরমে ওঠে। খবর পেয়ে র‍্যাফ ও বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এসডিপিও মিরিক রুদ্র নারায়ণ সাহু, সিআই সুদীপ্ত সরকার, ওসি সুদীপ্ত সরকার প্রমুখ। পরে পুলিশ আধিকারিকরা উভয়পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এদিন সকালে খড়িবাড়ি হাটে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। সবজি ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা করেন। সকালের দিকে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক থাকে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু ছোট গাড়ি চলাচল করে। এদিন অধিকারীর পিডাব্লিউডি মোড়ে রাস্তা আটকে পিকেটিং করেন বিজেপির সমর্থকরা। বিভিন্ন স্কুল, সরকারি অফিস ও চা বাগানের কাজকর্ম স্বাভাবিক ছিল।

মমতার ‘বহিরাগত’ তত্বকে তোপ তথাগতর

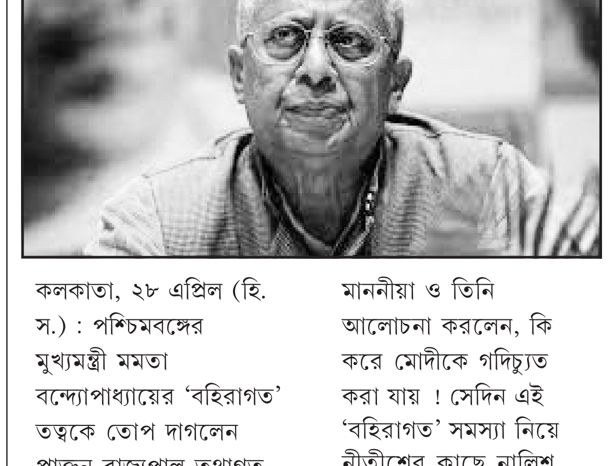

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বহিরাগত’ তত্বকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুক্রবার তথাগতবাবু টুইটারে লিখেছেন, “বিহার থেকে ‘বহিরাগত’দের নিয়ে তো মাননীয়ার দোষারোপের ক্ষান্তি নেই। এই বিষয়ে তিনি নকল করছেন অসমের অগপ-কে ! কিন্তু নীতীশ কুমার তো কলকাতা ঘুরে গেলেন ! মাননীয়া ও তিনি আলোচনা করলেন, কি করে মোদীকে গদিচ্যুত করা যায় ! সেদিন এই ‘বহিরাগত’ সমস্যা নিয়ে নীতীশের কাছে নালিশ করেছিলেন তো?“

অপর একটি টুইটে তথাগতবাবু এদিন লিখেছেন, “কালিয়াগঞ্জের ঘটনাবলী নিয়ে যেরকম কালিয়া রাঁধা হচ্ছে তা দেখে একদা-বঙ্গসম্রাট জ্যোতিবাবুর একটি অমর উক্তি মনে পড়ছে: “পুলিশ হরদম মিথ্যা কথা বলে”।

"দফতরের তদন্ত চলবে", সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : "আমাদের দফতরের তদন্ত চলবে। আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না, এই নিয়োগে বেসরকারি সংস্থাকে কেন যুক্ত করা হল?"

পুর-নিয়োগে দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ নিয়ে শুক্রবার এই মন্তব্য করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, "আশা করছি, বিভাগীয় তদন্তে প্রকৃত বিষয়টা উঠে আসবে! সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিলেও বিভাগীয় তদন্ত জারি রাখছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কোথা থেকে এল এই সংস্থা? কেন নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত করা হল এই বেসরকারি সংস্থাকে? সবটা খোঁজ নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেছি।"নাম না করে এভাবেই অয়ন শীলের সংস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন পুরমন্ত্রী। পাশাপাশি, পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আজ সেটাও সরকারিভাবে বললেন পুরমন্ত্রী।পুরমন্ত্রী বলেন, "পুর নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কে আমি আগে জানতাম না। আদালতে মামলা হয়েছে শুনে আমি দফতরের প্রধান সচিব এবং অধিকর্তাদের তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলেছিলাম। কেন একটা বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হল গ্রুপ-ডি নিয়োগের জন্য? তার রিপোর্ট এখনও পাইনি। তার মাঝেই শুনলাম, হাইকোর্ট সিবিআই তদন্ত দিয়েছে। আজ আবার সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে বলে শুনলাম।প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে অব্যাহতির পর সুপ্রিম কোর্ট পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীততে কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের উপরও স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ফলে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। একইসঙ্গে স্থগিতাদেশ জারি হয়েছে ইডির তদন্তের উপরেও। একসপ্তাহের জন্য এই স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করার সময় তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে গিয়েই পুরসভাতে নিয়োগেও দুর্নীতির খোঁজ পায় ইডি। কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সরানোর পর এবার তাঁর পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই-ইডি তদন্তের নির্দেশের উপরও জারি হয়েছে স্থগিতাদেশ।

নিয়োগ দুর্নীতির মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতছাড়া, স্বাগত অভিষেকের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বদলের রায়কে স্বাগত জানালেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।উত্তরবঙ্গে এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক জানান, তিনি শীর্ষ আদালতের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না বলে জানান তিনি। তবে এরই পাশাপাশি তিনি বলেন, "ভারতীয় বিচারব্যবস্থার উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা রয়েছে।"বিজেপিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, "ভোটে লড়াই করতে না পেরে বিজেপি বিচারব্যবস্থার অল্প কয়েকজনকে কাজে লাগাচ্ছে। দু' বছরে ২৬টি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"বৃহস্পতিবারই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা সরানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ পাঠিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঝটিকা সফরে বাকুড়ায় রাজ্যপাল

বাঁকুড়া, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার পর শুক্রবার প্রথম ঝটিকা সফরে বাঁকুড়ায় এলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। একদিনের নোটিসে রাজ্যপাল কেন জেলায় আসছেন বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি জেলা প্রশাসন। তবে রাজ্যপাল আসছেন এই খবরে তার আপ্যায়নের যাতে কোনও ত্রুটি না হয় সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন জেলা প্রশাসন থেকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজ্যপালের ঝটিকা সফর নিয়ে জেলায় কৌতুহল তুঙ্গে ছিল জেলা পুলিশ প্রশাসন ও জনমানসে।

শুক্রবার বেলা ১১ টা ১৫ মিনিট নাগাদ বাঁকুড়া শহর লাগোয়া কারকডাঙা মাঠের হ্যালিপ্যাডে রাজ্যপালের হ্যালিকপ্টার অবতরন করে। সেখানে তাঁকে গার্ড অফ অনার জানানো হয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এখান থেকে তাঁর কনভয় পৌঁছায় বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে এসে তিনি সমস্ত কিছু ঘুরে দেখেন। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, উপাচার্য সকলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, পঠনপাঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানের পড়ুয়া ও অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যোগ্য লোকেদের হাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে সেই নিয়েই আলোচনা হওয়া উচিত। আমার এই সফর ছিল উৎসাহ মুলক ট্যুর। এনিয়ে কথা হোক বলে তিনি রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যান। শুভেন্দু অধিকারী লোকায়োক্ত নিয়ে যে দাবি করেছেন সে প্রশ্নেরও তিনি কোনও জবাব দেননি। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপি সমর্থকরা রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান দেন। তারা দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেখতে চাই। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষা নীতির বিরোধিতা করেও স্লোগান তোলে টিএমসিপি। মুখ্যমন্ত্রীর আচার্য করা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার পাঠানো ফাইলে তিনি কেন সাক্ষর করছেন না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সঠিক সিদ্ধান্ত সঠিক ভাবে সঠিক সময়ে নেওয়া হবে। অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুরো দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাও যুক্ত। এনিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হবে। সেই আলোচনায় তিনিও অংশগ্রহন করবেন বলে জানান তিনি।এরপর তিনি বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহির একটি প্রতিবন্ধী স্কুলে যান। বিদ্যালয়টি পরিচালনা করে বিকাশ সোসাইটি নামে একটি সংস্থা। তিনি এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী সকলেই ঈশ্বরের দূত। এখানে সকলেই ভালো কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানিটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে জেলা প্রশাসনের দেওয়া হুইলচেয়ার তুলে দেন পড়ুয়াদের। দুপুরেই তাঁর হ্যালিকপ্টার অন্ডাল বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

স্বাভাবিকের নীচেই তিলোত্তমার তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি.স.): মহানগরীর তাপমাত্রা আপাতত স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। আংশিক মেঘলা আকাশে রোদের দাপটও সেভাবে মালুম হচ্ছে না। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এদিনই তিলোত্তমা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর-সহ দক্ষিণের ১৫টি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এই বৃষ্টি সব জেলাতেই চলতে পারে মঙ্গলবার পর্যন্ত। তবে, বিক্ষিপ্ত ভাবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে শনিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাকি জেলাগুলিতে শনিবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর** ত্রিপুরা আজ দেশের কোনো রাজ্য থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। সবদিক দিয়ে ত্রিপুরা আজ এগিয়ে চলছে। এই সব কিছুই সম্ভব হওয়ার পিছনে সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারিদের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এরাই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রক'ত কারিগর। তাই সবাই মিলে দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করতে হবে। তবেই 'এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার' লক্ষ্য সার্থক হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, বিকাশের ধারা নিরন্তর এবং গতিশীল। এই গতিশীলতা বজায় রাখার দায়িত্ব সবার। একসাথে সবাই সরকারের সুফলগুলি সমাজের প্রান্তিক স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে। মুখ্যসচিব সিভিল সার্ভিস দিবসের মূল উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে এবছর সরকারি দপ্তর, জেলা, ব্লক, গ্যাজেটেড অফিসার, নন গ্যাজেটেড অফিসার বিভিন্ন বিভাগে সিভিল সার্ভিস পুরস্কার প্রাপকদের পুরস্কার দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা পুরস্কার প্রাপকদের হাতে শংসাপত্র ও মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশেষ সচিব ড. সন্দিপ আর রাঠোর। উপস্থিত ছিলেন প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক কে এস শে-ি, প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল, সচিব বি. এস. মিশ্র। অনুষ্ঠানে সচিব অভিষেক সিং 'আনলকিং ত্রিপুরা ২০৩০' শীর্ষক এক ভিডিও উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দপ্তরের বিশেষ সচিব এ কে ভ-াচার্য।

মেয়রের

● **প্রথম পাতার পর** সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করার পরেও এখনো পর্যন্ত ১২ শতাংশ ব্যবসায়ীও তাদের প্রদেয় টাকা প্রদান করেনি। এই ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বকেয়া কর অনেকেই সঠিক সময়ে প্রদান করছে না। এটা অন্যায়। সার্বিক উন্নয়নে জন্য প্রত্যেক জনগণের দায়িত্ব রয়েছে। সরকার ও পুর নিগমকে সহায়তা করতে আহ্বান জানান মেয়র।

উৎকণ্ঠা

প্রসেনজিৎ সিনহা বিবাহিত।তার মা-বাবা বড় ভাই সহ স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে। এদিকে প্রসেনজিৎ সিনহার নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তার মা-বাবা সহ গোটা পরিবার মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। নিখোঁজ প্রসেনজিৎ সিনহার মা-বাবা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন নিখোঁজ ছেলেকে যেন খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করা হয়।

আক্রান্ত ৬

● প্রথম পাতার পর ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২ জন, উত্তর জেলায় ৩ জন এবং সিপাহিজলা জেলায় ১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি পাঁচ জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

যীশু

● প্রথম পাতার পর অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জিলা পরিষদের সদস্য কাকলি দেব, চড়িলাম প'ায়েত সমিতির সদস্য রাজকুমার দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জে ভি দোয়াতি, চড়িলাম ব্লকের বিডিও রূপণ দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন চড়িলাম প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাখী দাস কর। বর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার শিল্পীগণ নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন।

রাজভবন অভিযানে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ভাঙল ব্যারিকেড

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জের আঁচ এবার কলকাতার রাজপথে। বিজেপির যুব মোর্চার রাজভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল শুক্রবার কলকাতায়। ভাঙল পুলিশের ব্যারিকেড। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তুমুল ধস্তাধস্তি বাধে। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁর সমর্থকবা।বাজ্যপালেব বাসভবনের অদূরে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে এই ঘটনা ঘটে বিকেল চারটে নাগাদ। যার জেরে গ্রেফতার করা হল বিজেপির যুবমোর্চা রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ ৪৩ জনকে।কালিয়াগঞ্জের নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকার প্রতিবাদে কলকাতায় রাজভবনে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপির যুব মোর্চা। কলেজ স্কোয়্যার থেকে একটি মিছিল যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীলের নেতৃত্বে এস এন ব্যানার্জি রোড হয়ে পৌঁছয় ধর্মতলা। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন কলকাতা উত্তরে বিজেপি জেলা সভাপতি তমোঘ্ন কলেজ স্কোয়্যার থেকে একটি মিছিল যুব মোর্চা সভাপতি ইন্দ্রনীলের নেতৃত্বে এস এন ব্যানার্জি রোড হয়ে পৌঁছয় ধর্মতলা। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন কলকাতা উত্তরে বিজেপি জেলা সভাপতি তমোঘঘোষও।তমোঘ্ন বলেন, "ধর্মতলার মোড়ে কালিয়াগঞ্জের ঘটনার প্রতিবাদে নারীদের সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের নারী এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার কুশপুত্তল দাহ করা হয়। তার পর সেখান থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ হয়ে রাজভবনের দিকে এগোচ্ছিল আমাদের মিছিল। কিন্তু পুলিশ ওখানেই আমাদের মিছিলকে আটকে দেয়।তমোঘ্নর অভিযোগ, মিছিল থামিয়ে শুধু স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্য পাঁচ জন প্রতনিধিকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হলেও পুলিশ সেই অনুরোধও রাখেনি। তারপরেই আমাদের নেতা-কর্মী এবং ১৩ জন মহিলা সদস্য-সহ ৪৩ জনকে গ্রেফতার পুলিশ।"ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো ফুটেজে যদিও দেখা গিয়েছে, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলছে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীদের। পরে পুলিশের দেওয়া ব্যারিকডে ভাঙতেও দেখা যায় বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীদেব।কালিযাগঞ্জে পুলিশের গুলিতে বিজেপি কর্মীর মৃত্যু ও নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে শুক্রবার রাজভবন অভিযানের ডাক দেয় বিজেপির যুব মোর্চা। এসএন ব্যানার্জি রোড ধরে মিছিল এসে পৌঁছয় ধর্মতলায়। ডোরিনা ক্রসিং থেকে এগিয়ে রানি রাসমণি রোডে ব্যারিকেড করে মিছিল আটকায় পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপি নেতাকর্মীরা এগোতে চেষ্টা করলে তাঁদের আটকাতে যায় পুলিশ। এরপর বিজেপি নেতারা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান। সেখান থেকেই বেশ কয়েকজনকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ১৫৩ তম শুভ আবির্ভাব তিথি স্মরণে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। প্রেমাবতারী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ১৫৩ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আজ বিশালগড় নারাউড়াসিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে প্রবীণ নর-নারী ও দু:সদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।স্বাগত ভাষণ দেন আয়োজক নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ,বিশালগড় শাখা সম্পাদক মিঠুন রায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হচ্ছে ধম। ধর্ম আমাদের ত্যাগ ও সময়ের শিক্ষা দেয়।প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবন ও দর্শন আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সভাপতি ডা: সঞ্জয় নাথ, সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের কার্যকরী সদস্য নিরঞ্জন দেবনাথ,সঞ্জীব দেবনাথ, সুশান্ত মজুমদার প্রমুখ। বক্তারা আলোচনায় প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের অখন্ড মানবপ্রেম ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বোধের ভাবনার কথা উল্লেখ করে পারস্পরিক সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংঘের সহ-সভাপতি অঞ্জন ভৌমিক। এ উপলক্ষে ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী কণিকা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে দৃসদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী বন্ধুলীলাতরঙ্গীণি পাঠে অংশগ্রহণ করেন কবি ও প্রাবন্ধিক মিঠুন রায়। আগামীকাল মঙ্গলারতি, টহল কীর্তন,বাল্যভোগ, মহানাম কীর্তন ছাড়াও রয়েছে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

উদয়পুরে 'নিপুণ ত্রিপুরা' শীর্ষক কর্মশালা সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ এপ্রিল।। 'নিপুণ ত্রিপুরা' শীর্ষক কর্মশালা সমাপ্ত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে। গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হলো এই কর্মশালা। গোমতী জেলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সমস্ত ব্লক রিসোর্স পার্সন(বি আর পি), ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সন(সি আর পি) দুই জেলার ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটরদের নিয়ে এই কর্মশালা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই চারদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি যথাক্রমে ঝুমা দেব ও গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস , নিপুণ ত্রিপুরার পি এম ইউ মৃগাঙ্ক মুখার্জি, আহ্বান ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সায়ন্তনী গুড্ডাম, আহ্বান ট্রাস্টের এফ এল এন অর্চনা মাহেন্দ্র সহ অন্যান্যরা।এই দুই জেলার বি আর পি, সি আর পিরা গত মাসে আগরতলা ভগৎ সিং যুব আবাসে নিপুন ত্রিপুরার উপর পাঁচ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টশন এন্ড সেনসেটাইজেশন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের রিডিং ও রাইটিং স্কীল সঠিক বৃদ্ধি করার জন্য এই মাস্টার ট্রেনাররা দুই জেলার প্রাকপ্রাথমিক শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীতে পাঠদান করেন এমন শিক্ষক শিক্ষিকাদের আগামী দিনে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেবেন। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বি আর পি, সি আর পিরা আগ্রহের সহিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোমতীজেলা শিক্ষা আধিকারিক জৈন ভিক্টর রিয়াং, এস ডি ঝুমা দেব , আহ্বানের পক্ষে আহ্বান ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সায়ন্তনী গুড্ডাম, আহ্বান ট্রাস্টের এফ এল এন অর্চনা মাহেন্দ্র সহ অন্যান্যরা।

সুকন্যার দুঃখে প্রকাশ্য মন্তব্য করায় নেটনাগরিকদের তোপ ফিরহাদকে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : সুকন্যার দুঃখে প্রকাশ্য মন্তব্য করে নেটনাগরিকদের কাছে সমালোচিত হলেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বিরুদ্ধে অজস্র তোপ বর্ষিত হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।সুব্রত দাস লিখেছেন, "এক চোরের দুঃখ আরেক চোরই বোঝে।" কমল দাস লিখেছেন, "সত্যিই তো জনপ্রতিনিধিদের মতো কথা ! তাহলে কি সমগ্র বাংলায় এই একজনই কি মাত্রি হারা না এই একজনই প্রকৃত ভালোবাসার নাগরিক এবং ভোটার? বিষয়টি কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেলো না ! এইজন্যই বোধহয় বলে বিনাশকালে বুদ্ধি নাশ ! যদি ভুল বলি শুধরে দেবেন।"অমিত ঘোষ লিখেছেন, "প্রায় প্রতিদিনই অসহায় নাবালিকা ও মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়ে চলেছে তাতে এদের কোনো দুঃখবোধ হয়না। ওদের দুঃখবোধ, সহমর্মিতা সবই চোর বাটপার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য একান্তভাবে সংরক্ষিত।"অরবিন্দ দত্ত লিখেছেন, "পার্থ-অর্পিতাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করাটা খুব আমানবিক কাজ হয়েছে যতই কোটি কোটি পাওয়া যাক না কেন প্রকৃতির উপর এ এক অবিচার, অন্যায়। স্ত্রী বিয়োগে ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ হয়ে পরেছিলেন দরকার হয়েছিল একজন সঙ্গী। সেটাও বিচারপতি মাননীয় অভিজিৎ গাঙ্গুলির নির্দেশে সিবিআই ইডির তদন্তে পরিবেশ রক্ষাকারী পার্থ-অর্পিতাকে গ্রেপ্তার করা খুবই অমানবিক একটা কাজ ছিল!"সুকুমার বিশ্বাস লিখেছেন, "একজন চোর হিসেবেই ফিদার এই আকুতি, বাবা হিসেবে নয়...কারণ চোরের জন্য চোরই তো সহানুভূতি দেখাতে পারে!"তারক চ্যাটার্জি লিখেছেন, "একদম চিন্তা করবেন না ফিরদা, সবে পৌরসভা নিয়োগ দুর্নীতি এফআইআর করেছে ইডি, সিবিআই। লাইনে থাকুন কষ্টের ভাগ আপনিও পাবেন।"গোপাল সিংহ লিখেছেন, "যারা চাকরি পাবার আশায় রাস্তায় ধরণা দিচ্ছে তাদের প্রতি কোনো চোর টিএমসি-র কোনো দুঃখ প্রকাশ করে না। কিন্তু চোর দের জন্যে চোখের জল বেড়াচ্ছে চোর টিএমসির।প্রদীপ কর্মকার লিখেছেন, "সহমর্মিতা এই শব্দটি আগে নিজে মেনে চলতে হবে। তার পর অন্যের জন্য খাটে।"প্রসঙ্গত, কেষ্টকন্যার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে ফিরহাদ বৃহস্পতিবার বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বাড়ির সন্তানদের নিয়ে অন্তত প্রতিহিংসার রাজনীতি না করাই ভাল।' এরপরই অনুব্রতর স্ত্রী ছবি মণ্ডলের হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন অবস্থার কথা তুলে আনলেন তিনি। কেষ্ট-জায়া যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেই সময় হাসপাতালে গিয়েছিলেন ফিরহাদও। তখন সুকন্যাকে যেভাবে দেখেছেন, সেই কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে মেয়রের। বললেন, 'ওর মা যেভাবে দুই বছর ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে মারা গেলেনও (সুকন্যা) দু'বছর ধরে টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে ছিল। বেরোয়নি। দিন-রাত মায়ের কাছে ছিল। তারপর যখন কাজে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম মানসিকভাবে অবসাদে ছিল। তারপর বাবা গ্রেফতার হল। মেয়েটার মনের উপর দিয়ে কী যাচ্ছে, বাবা হিসেবে আমি তা অনুভব করছি। আমি বাবা হিসেবে অত্যন্ত ব্যথিত।'

ফের এসজেডিএ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : ফের শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান করা হল শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে। গৌতম দেব এই পদে তাঁর নিয়োগের কথা স্বীকার করেছেন। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এই পদে বসানো হল তাকে। এদিনই নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে গৌতম দেবকে চেয়ারম্যান করার কথা জানানো হয়। এর আগে এই পদে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী। তাঁকে সরিয়ে গৌতম দেবকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। সৌরভকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। যদিও এই রদবদল কেন সেই প্রশ্নে তৃণমূল সূত্রে কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। গৌতম দেব এই পদে তাঁর নিয়োগের কথা স্বীকার করেছেন।ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির মেয়রের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন গৌতম দেব। পাশাপাশি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মতো সংস্থারও চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে। রাজ্য সরকার তার উপরে আস্থা রাখায় তিনি খুশি বলে জানিয়েছেন গৌতম।

প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে বিপত্তি, হাওড়া-আমতা শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : লোকাল ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে শুক্রবার সকালে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া-আমতা শাখায় ব্যাহত হল রেল পরিষেবা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল সূত্রের খবর, কোনা স্টেশনের অদূরে হাওড়া-আমতা শাখায় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ একটি লোকাল ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ ভেঙে যায়। যার জেরে ওভারহেডের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ওই শাখায় আপ এবং ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে।

কোনা স্টেশনের কাছে ওই ঘটনার জেরে অফিস টাইমে সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক আদিত্য কুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে যার ফলে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ। রেলে আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। দ্রুত মেরামতি কাজ শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি ট্রেন পরিষেবা চালু হবে।

াঙ্গন

বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে চোরের হানা ক্রীড়া মহলে অদ্ভুত আতঙ্ক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। ব্যায়ামাগারে চোরের হানা। নিশি কুটুম্বের দল প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্রীড়া সামগ্রী সহ অন্যান্য জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়েছে। খোদ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার থেকে। ঘটনা ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতের। কেননা, শুক্রবার সকালে বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের জেনারেল সেক্রেটারি নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ যখন কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ব্যায়ামাগারে প্রবেশ করছেন, তখনই লক্ষ্য করেন যে বেশ কিছু ক্রীড়া সামগ্রী যেমন ওয়েটলিফটিং প্লেট, ডাম্বেল, এক্সারসাইজ প্লেট সমূহ চুরি হয়েছে বলে উপলব্ধি করেন। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করে দেখেন ১৬ টি বিভিন্ন ওজনের ওয়েট লিফটিং প্লেট, ৫টি বিভিন্ন ওজনের ডাম্বেল এবং বারোটি বিভিন্ন ওজনের এক্সারসাইজ প্লেট চুরি হয়েছে।

ব্যায়ামাগারের পক্ষ থেকে পশ্চিম আগরতলা থানায় এ বিষয়ে একটি এফআইআর দায়ের করেষ। পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে এ বিষয়ে দ্রুত অপরাধীদের সনাক্তিকরণ এবং চুরি যাওয়া জিনিসগুলো উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে আর্জি জানান।এফ আই আর-এর সঙ্গে ব্যায়ামাগার কর্তৃপক্ষ চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাও জমা করেছেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের ব্যায়ামাগারে চোরের হানা বিষয়টা ক্রীড়াপ্রেমী মোদী মহলেও শঙ্কা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

মহিলা ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ সদর এ-খোয়াই, শান্তিরবাজার-তেলিয়ামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল। এম বি বি স্টেডিয়ামে সদর-এ খেলবে আসরের কালোঘোড়া খোয়াই-এর বিরুদ্ধে এবং নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে শান্তিরবাজার খেলবে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিরুদ্ধে।

ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ৪ দলই শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। সেমিফাইনালে সদর-এ এবং শান্তিরবাজার ফেভারিট হিসাবে মাঠে নামলেও খোয়াই কিন্তু কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। পীযুষ দেব-এর মেয়েরা গ্রুপ লিগে ছিল অপ্রতিরোধ্য। তবে অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থেকে মাঠে নামবেন অন্নপূর্ণা-রা। অপরদিকে শান্তিরবাজার মহকুমার ব্যাটিং গভীরতা অনেক ভালো। আসরে অংশ নেওয়া সবকটি দল থেকে এগিয়ে দক্ষিণ জেলার ওই মহকুমার ব্যাটিং গভীরতা। ফলে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে অনেকটা অনায়াসেই জয় পেতে পারে শান্তিরবাজার। তবে আত্মতুষ্টিত ভুগলে খেসারত দিতে হবে দলকে। চার দলই নিজেদের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে প্রস্তুত।

মেসিকে দলে টানতে মরিয়া ইন্টার মিয়ামিও

প্যারিস, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : মেসির বার্সায় যোগদানের ব্যাপারটা নিয়ে গুঞ্জন চলছে, ঠিক তখনই নতুন খবর এসেছে আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমে মেসিকে পেতে নাকি উঠেপড়ে লেগেছে এমএলএস সকারের দল ইন্টার মিয়ামি। তাঁকে দলে টানতেই নাকি প্যারিসে গিয়েছেন ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহাম। মেসির প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মেজর লিগ সকারের কমিশনার গার্বার। তিনি বলেন, আমরা ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে একত্রে চেষ্টা করছি এমএলএসে মেসিকে যোগ দেওয়ার বিষয়ে। সে অনেক বাধা টপকেছে, নিঃ সন্দেহে তিনি বিশ্বের যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান। তাঁকে এখানে পাওয়ার চেয়ে দারুণ কিছু আর হতে পারে না।

ইন্টার মিয়ামির মালিকের নাম জর্জ ম্যাস। তিনি একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী এবং ডেভিড বেকহামের বন্ধু। সম্প্রতি তার এজেন্ট সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মেসিকে দলে আনাই ম্যাসের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যারিয়ারের শেষ দিকে তাই মেসিও সেদিকে গেলে অবাক হওয়ার খুব বেশি কিছু থাকবে না।

শান্তিরবাজারে স্কুল ক্রিকেট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। উদ্বোধনী দিনে হবে দুটি ম্যাচ। শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে উত্তর তাউখোমা স্কুল খেলবে শান্তিরবাজার স্কুলের বিরুদ্ধে এবং বাইখোরা স্কুল মাঠে। শনিবার থেকে শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে শুরু হচ্ছে অনূর্ধ-১৭ আন্ত: স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৬টি স্কুল দল: বাইখোরা ইংলিস মিডিয়াম স্কুল, বৃন্তক শিক্ষা নিকেতন, জোলাইবাড়ি স্কুল, উত্তর তাউখোমা স্কুল, শান্তিরবাজার স্কুল এবং মুহুরিপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ৭ মে পর্যন্ত চলবে লিগ পর্যায়ের খেলা।৯ মে আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে। ফাইনাল ১১ মে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব সাধুঅং মগ আসরের ক্রীড়াসূচী ঘোষনা করেন। এদিকে আসরে সাফল্য পেতে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সবকটি দল বলে জানা গেছে। এদিকে, মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকেও দুটি মাঠকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে যাতে ক্রিকেটাররা নিজেদের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে পারে।

সাউথ এশিয়ান গেমসে অফিসিয়াল সুজিত রায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। এবারই প্রথম। পূর্বোত্তরের কেউ ডাক পেলেন সাউথ এশিয়ান গেমসে। কম্বোডিয়াতে ৫ মে থেকে ১৭ মে পর্যন্ত চলবে সাউথ এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা। তাতে আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল অফিসিয়াল হিসাবে ডাক পেলেন রাজ্য টেনিস সংস্থার সচিব সুজিত রায়। ৩ মে কম্বোডিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওযার জন্য উদ্যোক্তা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়। রাজ্য টেনিস সংস্থার সচিব খোদ এখবর জানান। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক টেকনিক্যাল অফিসিয়াল হিসাবে ডাক পাওয়ায় আমি গর্বিত। চেষ্টা করবো যদি যাই ওই আসরে তাহলে নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে'। মোট ৩৭ টি ইভেন্টে হবে খেলা। তাতে ১১ টি দেশের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করবে।

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION, AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies/Dealers having working experience in similar nature of works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central having valid refrigeration Certificate/Trade Licence issued by the competent authority for the following work-

SLNO	NAMEOFTHEWORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
01	DNIeT No:EE (Elect)/AMC/03/2023-24	₹ 3,35,710.00	₹ 6,714.00	365 (Three hundred Sixty five) days	Date:-06-05-2023 Time:15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor AMC
Sd/-Illegible
(Er. Sujay Chaudhury) Executive Engineer,
Electrical Division, Agartala Municipal Corporation

No.F.4 (N-26)/DM/SPJ/ESTT/2022/|142-44 Dated, 27/04/2023.

NOTICE

Whereas, it is observed that Smt. Nibedita Moulik, LDC of Election Department attached to the Election Section, O/o the DM & Collector, Sepahijala District is found un-authorised absence from duties w.e.f 29/11/2022 without prior intimation or permission of the authority and her whereabouts are not known w.e.f 24/01/ 2023 onwards. Due to this, the time bound election related works of this office is badly hampered;

AND

Whereas, several show cause Notices/ explanation/Dies-Non have been issued time'to time against Smt. Nibedita Moulik, LDC vide No.F4(15)-DM/SPJ/ ESTT / 19/ 3001, dated 09/06/2022, No. F.4(S-56)-DM/SPJ/ESTT/17/7338, dated 29/08/2022, vide No. F.4(N-26)/DM/SPJ/ESTT/2022/9999, dated 21/10/2022(dies-non) and No. F.4(N-26)/DM/SPJ/ESTT/2022/11815(a), dated 28/11/2022, dated 21/10/2022 regarding frequent desertion from office during office hour as well as remaining un-authorised absent from Govt. duties but, no fruitful changes noted on her part though there is no leave at her credit as per service record;

AND

Whereas, Smt. Moulik, LDC also directed in the said Show cause notices to submit reasons in writing within 3(three) days from the date of receipt the show cause notices, but Smt. Nibedita Moulik, LDC did not pay any hid.

AND

Whereas, Smt. Nibedita Moulik, LDC is further found absent un-authorizely w.e.f 29/11/2022 to 30/11/2022, 02/ 12/2022,03/12/2022, 06/12/2022 to 17/12/2022, 20/ 12/2022, 23/12/2022 to 31/12/2022, 02/01/2023,03/01/2023, 04/01/2023(2na half), 05/01/2023 to 07/01/2023, 10/01/2023 to 20/01/23 and 24/01/2023 to till date.

AND

Now, once again Smt. Nibedita Moulik, LDC , D/o, Late Shyamal Moulik of Vill- Renters Colony, PO- Renters Colony & PS-East Agartala, West Tripura is hereby directed to resume in duty within 08/05/2023, failing which steps for initiating disciplinary action including proposal for termination of her services shall be taken under provision of Rule 32 of the CCS (Leave) Rules, 1972 and CCS(CCA) Rules, 1965.
This is the last and final notice to Smt. Nibedita Moulik LDC, O/o the DM & Collector, Sepahijala District.

ICA/D-130/23

(DR.VISHAL KUMAR, IAS)
District Magistrate & Collector,
Sepahijala District, Bishramganj.

NIT NO: e-PT-07/W/EE/RDAD/2023-24 Dt. 28/04/2023

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 12/05/2023 for 10 (Ten) nos works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-289/23

PNIeT No.: 03/EE/WRD-VI/e-tender/2023-24. Dt.24.04.2023

The Executive Engineer, W.R. Division No-VI, Kailashahar, Tripura (W), invites e-tender from eligible bidders up.to 3-00 PM on 15.05.2023 for 2(two) Nos. Emergency MI works under W.R Division No-VI, 2023-24. For details visit www.tripura.nic.in or email to eepwdwré@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-285/23

Designation: Executive Engineer
Water Resource Division No-VI,
Kailashahar Tripura(U).

TENDER NOTICE

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned hereby invites sealed Tender/Quotation from the bonafide/registered suppliers/contractors/authorized dealers,manufacturers for supply of Signal Store items (Spare parts of Generator Sets, Battery & Mechanical Tools, Job works etc.) during the financial year 2023-2024 covering the period from 01.04.2023 to 31.03.2024 to 13" Bn. Tripura State Rifles (IR-IX), Subhashnagar, Kanchanpur, North Tripura.
02. The tender forms, terms & conditions as well as list of Signal Store items etc. may be collected from (a) the office of the Commandant, 13 Bn. TSR (IR-IX), Subhashnagar, Kanchanpur, North Tripura (b) Rear HOr.(Signal Centre), 13 Bn TSR(IR-IX), A.D. Nagar, Agartala, West Tripura from 02.05.2023 to 24.05.2023 during office hours on cash payment of Rs. 200/ - (Rupees Two hundred) only being the cost of above documents (non-refundable).
03. The tender will be received up to 1500 hrs till 25.05.2023 and will be opened on the same

(Lalhruaia Darlong)
Commandant
13™ Bn. TSR (IR-IX)

ICA/C-281/23

PNIT No: PT-4/PROCURE/EE/RD-BSGD/SPJ/2023-24/ 422 Dt.27.04.2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R. D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District invites item wise e-tender(Two bid) from the resourceful & bonafied Agency / suppliers for supply of 1st class brick & 1" class straight picket for different block areas & various worksites within R.D Bishramganj Division, Sepahijala District for 2022-23 upto 3.00 PM of 11.05.2023.
For details contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

(Er. Dibakar Shil)
Executive Engineer
RD Bishramganj Division.
Sepahijala, Tripura

ICA/C-277/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24
Dated- 27-04-2023.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't, Organization of other State & Central up to 1.30 P.M. on 11-05-2023 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 05/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2023-24.	Rs. 9,70,320.32	Rs.19,406.00	180 Days	Up to 1:30 P.M. on 11-05-2023.	At 2:00 P.M. on 11-05-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 06/DNIeT/EE /SBM/DIVN/2023-24.	Rs. 13,93,955.24	Rs.27,879.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website'https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

ICA/C-273/23

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Sabroom Division, PWD
Sabroom, South Tripura.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

টেট উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতীরা শিক্ষা ভবনে ধর্ণা দিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাকাডেমিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড

গুণগত শিক্ষার উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। পড়াশুনার সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স'জনমূলক কাজেও যুক্ত হতে হবে। পাশাপাশি সময়ের প্রতি মূল্য দিয়ে সময়ের কাজ সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে। তবেই ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে সমাজে একজন প্রক'ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের জন্য ছাত্রছাত্রীদের 'চিফ মিনিস্টারস অ্যানুয়েল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাকাডেমিক এ'লেন্স' প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বলেন, ২০১৮ সাল থেকে শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের স্বীক'তি স্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের এই পুরস্কার প্রদান করছে। পুরস্কার প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষায় উৎসাহিত করা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ফলস্বরূপ গত কয়েক বছরে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।মুখ্যমন্ত্রী তথ্য সহ বলেন, ২০১৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার যেখানে ছিল ৫২.২৫ শতাংশ তা ২০২২ সালে বেড়ে হয়েছিল ৯১.০২ শতাংশ।মাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পাশের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০১৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার ছিল ৩৭.৩০ শতাংশ, যা ২০২২ সালে ব'দ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৬.৫৫ শতাংশ। এছাড়া ২০১৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ছিল যেখানে ৭০.৫৮ শতাংশ তা ২০২২ সালে ব'দ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৭.৪৫ শতাংশ। ২০১৮ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের পাশের হার ছিল ৬৪.১৮ শতাংশ যা ২০২২ সালে বেড়ে হয়েছে ৯৬.৫৩ শতাংশ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠাগারে গিয়ে দেশের বরেন্য মনিষীদের জীবনী পাঠ করার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই সে একজন ভালো মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে রাজ্য থেকেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে তারজন্য পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, আইন কলেজ, ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়, ডেন্টাল কলেজ, ইঁনীয়ারিং কলেজ, ২টি মেডিক্যাল কলেজ, ফার্মাসি কলেজ ইত্যাদি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও নেশার বিরুদ্ধে একটা গণ জাগরণ গড়ে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগামী দিনে রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসার আরও ঘটবে বলে শিক্ষা সচিব আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ভবতোষ সাহা এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা।

অনুষ্ঠানে ২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগে ২০২ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্ক'ত করা হয়। এরমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৩৬ জন ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১৬৬ জন। পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেককে একটি করে আই-প্যাড ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলো তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ও অন্যান্য অতিথিগণ।

জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য সরকার ঃ টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য সরকার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত ৫ বছরে জনকল্যাণমূলক যেসব কর্মসূচি আমরা শেষ করতে পারিনি আগামী ৫ বছরে তা সম্পর্ণ করার চেষ্টা করব। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। সভায় বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, একটি স্কুল বিল্ডিং স্থাপন করলেই হবে না, মানবসম্পদের মেধার বিকাশের প্রয়োজনীয় পরিষেবাকেও মজবুত করতে হবে। সেদিকে তিনি শিক্ষা দপ্তরকে বিশেষ নজর রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, খেলার মাঠের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে থেমে থাকলেই হবে না, সেই মাঠ থেকে জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় তৈরী করতে হবে। একটি গাছের চারা মাটিতে পুতলেই হবে না, সেই চারা গাছকে উন্নত পরিষেবায় বড় করেও তুলতে হবে। অর্থাৎ যাদের জন্য আমরা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করব তারা যেন সঠিক পরিষেবা পায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্প বিষয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সভায় বলেন, শুধুমাত্র এক একটি স্বসহায়ক দল গঠন করলেই হবে না, দলগুলি বিভিন্ন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সফল হচ্ছে কিনা সেবিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। তিনি বলেন, স্বাবলম্বন প্রকল্পে কোন ব্যক্তি ঋণ নিয়ে সেই ঋণ সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে সফল হয়েছে কিনা সেটা স্বাবলম্বন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্তকে খতিয়ে দেখতে হবে। ক'ষি কাজের মাধ্যমেও তিনি রাজ্যের যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, অনেক ক'ষিজাত ফসল ও খাদ্যসামগ্রী বর্হিরাজ্য থেকে আনতে হয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, রাজ্যে বছরে ৫ কোটি ডিমের চাহিদা রয়েছে। সেই ডিমের বেশীর ভাগটাই অন্য রাজ্য থেকে আনতে হয়। সেক্ষেত্রে যদি রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীগণ ডিম উৎপাদন করে সেই চাহিদা পূরণ করতে পারে তারা নিজেরাও স্বনির্ভর হতে পারেন এবং রাজ্যকেও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পর্ণ করতে পারেন। তিনি বলেন, আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের প্রতিটি দুঃস্থ পরিবারের আর্থিক আয় বৃদ্ধি করা। এজন্য পরিবারের সদস্যদের জন্য সুষ্ঠ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য তিনি সভায় উপস্থিত সমস্ত সরকারি দপ্তর প্রতিনিধি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, বিধায়ক নয়ন সরকার, বিধায়ক সুদীপ সরকার, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও মেঘা জৈন, অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, অতিরিক্ত জেলাশাসক রজত পন্থ। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

সভায় জিলা পরিষদের সচিব বিষ্ণুপদ রায় বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন প'ায়েতগুলিতে প'দশ অর্থ কমিশন ও প'ায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ৩০টি প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংস্কার, শৌচালয় নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার, যাত্রী শেড নির্মাণ ইত্যাদি। ক'ষি দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০২২-২৩ এ রবি মরশুমে, পশ্চিম জেলার ৭৮২৩ হেক্টর জমিতে বোরো ধান, ১৫১৭ হেক্টর জমিতে ডাল, ১২৪৭ হেক্টর জমিতে তৈলবীজ চাষ করা হয়েছে। ১২ হাজার ৭৭৬ জন ক'ষকের ৩০০৭ হেক্টর ক'ষি জমি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৫০৪ জন ক'ষককে ঋণ দেওয়া হয়েছে। পিএম কিষাণ স্কিমে ১০৮৮৪ জন ক'ষককে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক'ষি বিকাশ যোজনায় জেলার ৩৮ জন ক'ষককে বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি সভায় জানান, গত অর্থবর্ষে জেলায় ৮৫টি নতুন গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। ১৫৯টি গভীর নলকূপ চালু করা হয়েছে। ২৯৭টি মলবোর খনন ও চালু করা হয়েছে। জল জীবন মিশনে ৭৫৮৭৮টি বাড়িতে পাইপলাইনে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের জিরানীয়া মহকুমার প্রতিনিধি সভায় জানান, গত অর্থ বছরে জিরানীয়া মহকুমার ২৫৫.৯৬ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, জিলা পরিষদের অর্থে জেলার ডুকলি ব্লকে ৫টি পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। এতে ৫২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। জলসম্পদ দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, গত অর্থবর্ষে জেলার ২৩টি গভীর নলকূপ এবং ১০২টি মলবোর চালু করা হয়েছে। এতে ৫৫৮টি ক'ষক পরিবার উপক'ত হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জেলার বিভিন্ন প্রাণী টিকাকরণ শিবিরের মাধ্যমে ৮৮০৩০০টি প্রাণীর টিকাকরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ৪৫৬০টি পরিবার প্রাণীপালনে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, মৎস্য ইত্যাদি দপ্তরের প্রতিনিধিগণও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে সভায় পর্যালোচনা করেন।

পরস্ত্রীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি, মার খেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করার সময় ধরা পড়ল এক যুবক। ঘটনা বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ডে। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরপর তিনটি বিয়ে করেও স্বাদ মেটেনি। পর স্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করতে গিয়ে ধরা পড়ল ওই যুবক। নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য আরেক জনের স্ত্রীকে নিয়ে ফস্টিনস্টি করার সময় বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ডে আটক হয় সে। আটক যুবক তিপ্রা মথার এক কর্মী বলে জানা গেছে। নাগরের নাম উজ্জ্বল হোসেন। নাগরের তৃতীয় স্ত্রী তাকে হাতেনাতে আটক করে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠেছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মোহনপুরে সাংসদ মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে আজ সাংসদ মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে দেশের বিখ্যাত হাসপাতালের শিশুরোগ, স্নায়ু, কার্ডিওলজি, ীরোগ, দন্ত, অস্থি, চর্ম, চোখ, নাক, কান, গলা ও মেডিসিন বিভাগের বিশেষ' চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া রাজ্যের বিশেষ' চিকিৎসকগণও এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশ নেন। শিবিরে ১১৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। তাছাড়া রোগীদের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাও বিনামূল্যে করা হয়। উল্লেখ্য, রাম মনোহর লোহিয়া, সবদরজং, পিজিআই ও ম্যা' হাসপাতালের বিশেষ' চিকিৎসকগণ শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা করেন।

ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ ও রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব সাংসদ মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে এ ধরনের তিনটি সাংসদ মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরের উদ্দেশ্য হলো গরীব অংশের মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। এজন্য সাংসদগণ এধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করছেন। দেশের স্বনামধন্য হাসপাতালের বিশেষ' চিকিৎসকগণ শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছেন। এজন্য রোগীদের বর্হিরাজ্যে যেতে হচ্ছে না। মোহনপুরে এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবির করায় ক'ষিমন্ত্রী রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানান।

শিবিরে রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে ২০১৪ সালের পর থেকে দেশে চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ছোঁয়া রাজ্যের মোহনপুর এলাকায় পৌঁছে দিতেই এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরে ভারতের স্বনামধন্য হাসপাতালগুলির বিশেষ' চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। সাথে প্রয়োজনীয় ওষুধও দিচ্ছেন। শিবিরে সাংসদ শ্রী দেব আয়ুমান ভারত কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ নেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শংকর দেব, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত ভ-া১চার্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস দাস প্রমুখ।

বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। ২০২২ সালের টি আর বি টি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা পত্রে ভুল থাকার অভিযোগে পুনঃ মূল্যায়ন করে স্টার প্রধানের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পুনরায় শিক্ষা দপ্তরে। শুক্রবার অফিস খোলার সাথে সাথেই তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভের শামিল হয়। অবিলম্বে পরীক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী পরীক্ষা পত্রে ভুল থাকার প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার প্রদান করার জন্য তারা তাদের দাবিতে অনুরোধ রয়েছে। এপেপারে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের স্বামীর হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

লতি কলার স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। দেশের বিভিন্ন সেন্টারে ললিতকলা একাডেমী শুক্রবার সাফাই অভিযান সংগঠিত করে। এদিন সকালে আগরতলা সেন্টারেও হয় সাফাই অভিযান। রাজধানীর নজরুল কলাক্ষেত্রে সেন্টারের বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলেন আধিকারিক সহ সদস্যরা। পরে এদিনই হয় পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পার্কস এন্ড গার্ডেন সোসাইটির সি ই ও ডঃ ডাব্লিউ ভুটিয়া, এই সংস্থার অতিরিক্ত অধিকর্তা সঞ্জয় মজুমদার, সঙ্গীত নাটক একাডেমীর কর্মকর্তারাও ছিলেন। আগামী দিনে এই কর্মসূচী বড় পরিসরে পালনের পরিকল্পনার কথাও জানিয়ে দেন আয়োজকরা।

ইমরান খানের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল ইসলামাবাদ হাইকোর্ট

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংক্রান্ত এক মামলায় শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। ইসলামাবাদের রমনা থানায় ইমরানের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় আগামী ৩ মে পর্যন্ত তাঁর রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়িয়েছে আদালত।

এদিন ইসলামাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমির ফারুক এক লাখ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন। চলতি মাসের প্রথম দিকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ইমরানের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদের রমনা থানায় মঞ্জুর আহমেদ খান নামের এক ম্যাজিস্ট্রেট এফআইআর দায়ের করেন। পিটিআই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সেই সঙ্গে অভিযোগ আনা হয় প্রশাসনকে ক্ষতি করার চেষ্টার। সেই মামলায় শুক্রবার পিটিআই প্রধান রক্ষাকবচ চেয়ে আইনজীবীদের মাধ্যমে আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের শুনানি শেষে অবশেষে এদিন তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয় আদালত।উল্লেখ্য গত ১৪ এপ্রিল লাহোর হাইকোর্ট পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত এই মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল। পরবর্তীতে ইমরান খান তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মামলা বাতিল করার আবেদন জানিয়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

খাড়গের বিষাক্ত সাপের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল(হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বিষাক্ত সাপের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার বিজেপির চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সাথে দেখা করে অভিযোগ জানায়। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ, সর্বভারতীয় মিডিয়া ইনচার্জ অনিল বালুনি এবং ওম পাঠক। বিজেপি নির্বাচন কমিশনের কাছে কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার এবং কর্ণাটক নির্বাচনে প্রচারে তাঁকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে।নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, কংগ্রেস সবসময়ই গণতন্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। তারা সবসময়ই নেতিবাচক রাজনীতি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা একই বিদ্বেষের রাজনীতির অংশ। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনা আজ নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। এই ধরনের শব্দের ব্যবহার ইচ্ছাকৃত এবং কংগ্রেসের ঘৃণামূলক প্রচারের অংশ। কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে, মল্লিকার্জুন খাড়গেকে প্রচারে নিষিদ্ধ করা উচিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও নথিভুক্ত করা উচিত।

বনধে আটক ৭০ জন ট্রাকচালককে খাওয়ালেন বনধ সমর্থকরা

হেমতাবাদ, ২৮ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপির ডাকা ১২ ঘণ্টার উত্তরবঙ্গে বনধে শুক্রবার হেমতাবাদে আটকে পড়েছিলেন প্রায় ৭০ জন যানবাহন চালক ও কর্মী। তাঁদের মধ্যে কেউ ভিন রাজ্য থেকে এসেছেন। বনধে খাবারের দোকান এবং হোটেল বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন বিজেপি কর্মীরা। রাস্তার দু'ধারে আটকে থাকা সমস্ত চালক ও কর্মীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন তাঁরা।জানা গিয়েছে, এদিন প্রায় ৭০ জন লরি, বাস, তেল ট্যাংকারের চালকদেব দুপুরে খাওয়ানো এবং রাতের খাবারও দেওয়া হয়। বিজেপি কর্মীদের এই উদ্যোগে খুশি চালক ও কর্মীরা। দিল মহম্মদ নামে এক ট্রাকচালক জানান, বিজেপি কর্মীরা এদিন দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করায় ভাত জুটেছে। না হলে সমস্যায় পড়তে হত।

ছ্যাঁকা লাগিয়ে শিশুর মুখ ও পা পুড়লো পাষন্ড মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। গরম ছ্যাক্কা লাগিয়ে ৮ বছরের মেয়ের মুখ ও পা পুড়িয়ে দিল পাষণ্ড মা ও ভাই। ঘটনা ফটিকরায় থানার অন্তর্গত তরণী নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে। গর্ভধারিনী মায়ের হাতে গুরুতর ভাবে আহত নয় বছরের এক শিশুকন্যা। এমনই এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটলো ফটিকরায় থানার অন্তর্গত তরণী নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডে। মরণ দত্তের স্ত্রী দীপ্তি মজুমদার এবং তৃপ্তি মজুমদারের ছেলে গোবিন্দ সরকার তৃতীয় শ্রেণীর নয় বছরের শিশু কন্যাকে অত্যন্ত অমানবিকভাবে মারধর করে এবং হাতা গরম করে ওই নাবালিকা শিশুর পা এবং মুখ পুড়ে দেয়। ঘটনার দিনই ওই নয় বছরের নাবালিকা শিশু কন্যাকে তার বাবা মরণ দত্ত কাঞ্চন বাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে ভর্তি করায়। এই অমানবিক ঘটনার পর বুধবার শিশুকন্যার বাবা মরণ দত্ত এবং স্থানীয় এলাকাবাসীরা মিলে ফটিকরায় থানায় দীপ্তি মজুমদার এবং সৎ পুত্র গোবিন্দ সরকারের বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়ের করে। ফটিকরায় থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগ পেয়ে একটি মামলা নথিভূক্ত করে যার নম্বর ১৯/২০২৩। ভারতীয় দণ্ডবিধ ৩৪২,৩২৬, ৩০৭ ধারায় একটি মামলা নেওয়ার পর ফটিকরায় থানার পুলিশ অভিযুক্ত দীপ্তি মজুমদার এবং গোবিন্দ সরকারকে গ্রেফতার করে। এদিন ধৃত দুই অভিযুক্তকে ঊনকোটি জেলা ও দায়রা জজের আদালতে প্রেরণ করে। এদিকে আহত নাবালিকা শিশুটির অবস্থা এখনো আশঙ্কা জনক। নাবালিকা শিশু কন্যাটির পা এবং মুখ সম্পূর্ণভাবে ঝলসে গেছে।

প্রেমিকাকে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। প্রেমিকাকে বিয়ে করার দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে তালা দিলেন স্থানীয় এলাকাবাসীরা। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকায়। জানা যায় বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর সুকান্ত কলোনি এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত সাহার ছেলে সুজিত সাহা গত দুই বছর ধরে একই এলাকার এক মেয়ের সাথে প্রেমের অভিনয় করে। কিন্তু সুজিত সাহা তার প্রেমিকা যুবতী মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এই নিয়ে বেশ কয়েক দফায় এলাকায় শালিশি সভাও হয়। সালিশি সভায় প্রেমিক সুজিত সাহা ১৫ দিনের সময় চেয়ে নেয়। শুক্রবার ১৫ দিন শেষ হলেও প্রেমিক সুজিত সাহার পক্ষ থেকে তার প্রেমিকাকে বিয়ে করে গ্রহণ করার কোন সদুত্তর পায়নি প্রেমিকা সহ স্থানীয় এলাকাবাসীরা। অবশেষে প্রেমিকাকে নিয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী প্রেমিক সুজিত সাহার বাড়িতে গেলে প্রেমিক সুজিত সাহা সহ তার পরিবারের লোকজন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা প্রেমিক সুজিত সাহার বাড়ির গেইটে তালা লাগিয়ে দেয়। প্রেমিকা সহ স্থানীয় এলাকাবাসীর দাবি অবশ্যই ওই যুবতী মেয়েকে বিয়ে করে গ্রহণ করে নিতে হবে সুজিত সাহাকে।

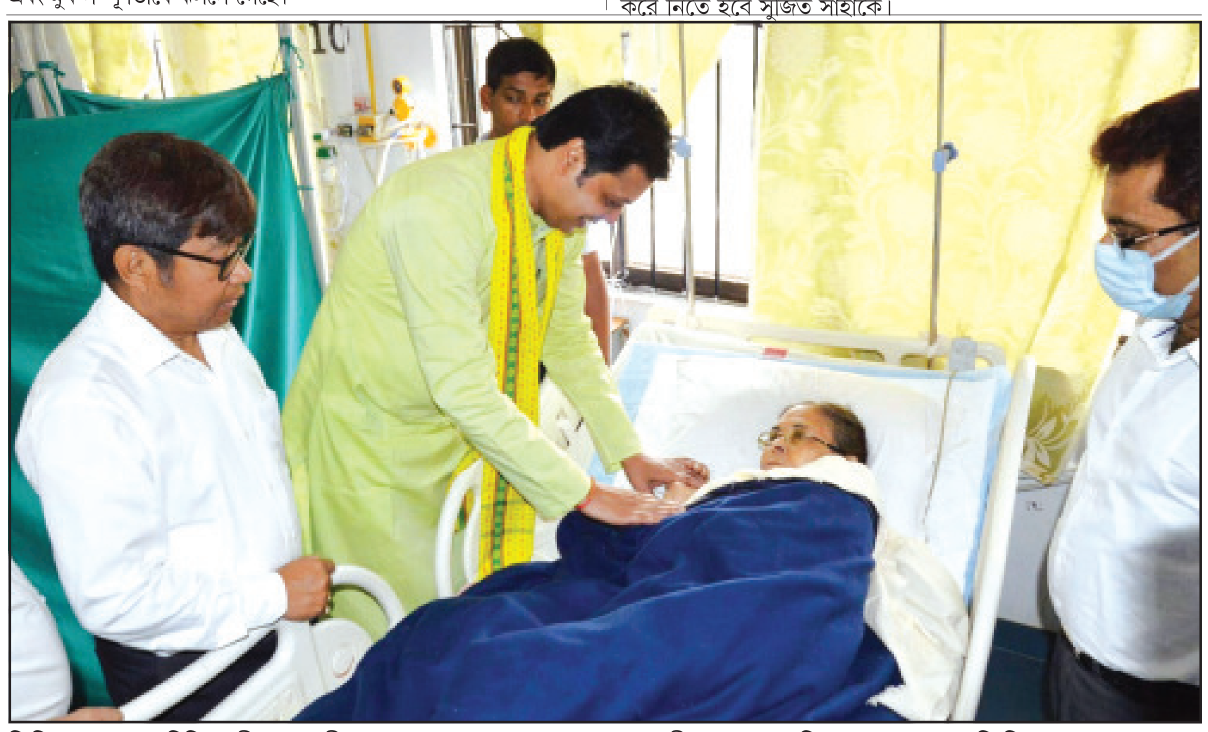

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুখ্যমন্ত্রীর মাকে দেখতে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।